মূল্য—এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপাল দাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ১২, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে উমাশঙ্কর প্রেসের পক্ষে শ্রীঅনাদিনাথ কুমার কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

—খোকা—

লোদী কলোনী,
নয়াদিল্লী
১লা ফাল্গুন, ১৩৬৩

চরিত্র

পুরুষ

কুণাল	...	শিবনাথের পুত্র
যোগেন	...	টমেটোর প্রতিপালক
টমেটো	...	কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে (যোগেনের পালিত ভাগ্নে)
ব্যারিস্টার	...	কুণালের বন্ধু
রবীন	...	,, ,,
মন্টি	...	মিলির বন্ধু
কেদার	...	জনৈক ব্যক্তি
রমেন ঘোষ	...	কুণালের বন্ধু
শিবনাথ	...	,, পিতা
অম্বিকা	...	লতার কাকা
কবি	...	মিলির প্রণয়প্রার্থী
বীরেন	...	Children's Homeএর কর্মচারী
ন্যাপলা	...	কেদারের বন্ধু
		জনতা, দরোয়ান, চাকর ইত্যাদি ইত্যাদি

স্ত্রী

মিলি	...	কুণালের প্রণয়ী
মনোরমা	...	,, মা
মোক্ষদা		মিলির পিসি

—ঃ * ঃ—

প্রথম অভিনয় রজনী—২৩শে অক্টোবর, ১৯৫৫
স্থান :—লোদীরোড দুর্গাপূজা প্যাণ্ডাল, নয়াদিল্লী
ইয়ং ড্রামেটিক গ্রুপ কর্তৃক অভিনীত

কুণাল	...	স্মৃতিরঞ্জন সেন
যোগেন	...	অমল ঘোষ
টমেটো	...	মাস্টার পাগলু
ব্যারিস্টার	...	অনন্তধন মুখার্জি
রবীন	...	অনিল চক্রবর্তী
মন্টি	...	সমর গুপ্ত
কেদার	...	নিতাই সেনগুপ্ত
রমেন	...	বিজয় চৌধুরী
শিবনাথ	...	সন্তোষ স্যান্নাল
অম্বিকা	...	মধুসূদন সরকার
অমিতাভ (কবি)	...	সুশীল মৌলিক
পরেশ	...	অরুণ গুহ
বীরেন	...	অরুণ চক্রবর্তী
ব্যক্তিত্রয়	...	শচীন্দ্র গোস্বামী শম্ভুনাথ মণ্ডল ক্ষিতীশচন্দ্র রায়
ভৃত্য	...	... ...
মিলি	...	শোভা বসু
মোক্ষদা	...	রেখা সেন
মনোরমা	...	রাণী ব্যানার্জি

—: * :—

পরিচালনায়	...	শ্রীস্মৃতিরঞ্জন সেন (বাবু সেন)
ব্যবস্থাপক মঞ্চ-তত্ত্বাবধায়ক	}	শ্রীসৌম্যেন্দ্র পাল শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার
স্মারক	...	শ্রীমলিনরঞ্জন ধর চৌধুরী
আলোকসম্পাতে	...	শ্রীসুধীর চৌধুরী
যন্ত্রসংগীতে	...	শ্রীঅম্বর পাল
রূপসজ্জায়	...	শ্রীসুশীল মিত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই রচনার সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা আমাকে সাহায্য করেছেন নানাভাবে, প্রেরণা জুগিয়েছেন দিনের পর দিন আমার সেই সুহৃদ বন্ধুদ্বয় অমল ঘোষ ও সৌমোন পালকে সামান্য ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না কোন দিন।

এখানে আরেক জনের কথা না বললে আমার সমস্ত কথাই থেকে যাবে অসমাপ্ত। যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুষ্ঠু পরিচালনা না হলে আমার এই নাটক মঞ্চে সার্থক রূপ পেত কিনা সন্দেহ—আমার সেই অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত স্মৃতিরঞ্জন সেন মহাশয়কে (বাবুদা) স্মরণ করি শ্রদ্ধার সংগে। জানি এই অসামান্য ঋণ সামান্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে শোধ হয় না, তবু ধন্যবাদের ফাঁকা বুলির চেয়ে আমার অন্তরনিংড়ানো শ্রদ্ধাটুকুই হয়ত তাঁর কাছে বেশী প্রিয় হবে।

নিতাই

	১ম দৃশ্য	২য় দৃশ্য	৩য় দৃশ্য	৪র্থ দৃশ্য	৫ম দৃশ্য	৬ষ্ঠ দৃশ্য	৭ম দৃশ্য	৮ম দৃশ্য	৯ম দৃশ্য
কুণাল		...	...	...	...	...	...	...	...
যোগেন	...	...							
টমেটো	...	...	...	...		...	...	...	...
ব্যারিষ্টার			...		...				
রবীন		...			...				
মন্টি						...			
কেদার		...				...			
রমেন								...	
শিবনাথ							...	...	...
অম্বিকা							...		
অমিতাভ									
পরেশ							...		
বীরেন						...			
ব্যক্তিত্রয়		...							
ভৃত্য				...			...	...	...
মিলি				...		...			...
মোক্ষদা				...		...			
মনোরমা					...		...	...	...

দু'চার কথা

এই নাটক সৃষ্টির গোড়ার কথা বলতে গিয়েই আমার দু'চার কথার অবতারণা। আমার এই নাটক কোন খামখেয়ালী ইচ্ছাপ্রসূত নয়—বরং প্রয়োজনের তাগিদেই এর জন্ম। দিল্লীর অধিকাংশ বাঙালীরাই নাট্যরসিক এবং সুবিধা পেলেই দল পাকিয়ে বা না পাকিয়েও নাটকের মহড়া দিতে সুরু করেন। আজ প্রায় দীর্ঘ ন' বছর যাবৎ প্রবাসী বাঙালীর জীবনযাত্রার সংগে আমি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সুতরাং বলা বাহুল্য যে নাটকের নটখটি থেকে আমিও রেহাই পাইনি। নিজের অভিজ্ঞতা ও লোকের মন্তব্য শুনে বুঝতে পারলাম যে সত্যি-কারের হৃদয়গ্রাহী নাটকের অভাব তাঁরা অনুভব করেন। অথচ সমস্ত বইয়ের বাজার চষেও আজকাল কোন মনোমত নাটক পাওয়া মুস্কিল। এমনি একটি সমস্যায় পড়ে গেলাম আমরা একবার। সমস্যা যখন গুরুতর হয়ে উঠেছে ঠিক সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে জ্যোতির্ময়বাবুর 'আচমকা' উপন্যাসখানা একপ্রকার আচমকাই আমার হাতে এসে পড়ল। উপন্যাসখানা পড়ে আমি তার ভেতর খানিকটা নূতনত্বের ছোঁয়াচ পাই ও সুষ্ঠু নাটকীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হই।

বর্তমান নাটক সিনেমাকে অনুসরণ করে লেখা হয়নি বরং মূল উপন্যাসকে অনুসরণ করা হয়েছে মাত্র। তাই সিনেমার দু'একটি চরিত্রের সংগে নাটকের দু'একটি চরিত্রের প্রভেদ স্থানে স্থানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শখের নাট্যসম্প্রদায়গুলিকে প্রায়ই নারী চরিত্র নিয়ে বিব্রত হতে দেখা যায়। আজকাল আবার দাড়ি কামিয়ে শাড়ী পরার চলন নেই, বিশেষ করে দিল্লীতে। তাই নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে ঠিক রেখে যতদূর সম্ভব অল্পসংখ্যক নারী চরিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে। অন্যান্য

এমেচার গ্রুপের পক্ষেও এতে খুব সুবিধা হবে বলেই আমি আশা করি। আসল উপন্যাসের চরিত্রগুলি ছাড়াও কয়েকটি নূতন চরিত্রের সমাবেশ করা হয়েছে তাতে নাটকের মূল উদ্দেশ্য তো ব্যাহত হয়ইনি বরং কতকগুলো পরিবেশ আরো জোরালো হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

ইংরাজী ১৯৫৫ সালে পূজা উপলক্ষে নাটকটি দিল্লীতে মঞ্চস্থ করা হয়। স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নাটকটির আশাতীত মঞ্চ-সফলতা দেখে আমাকে উক্ত নাটকটি প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেন। রচনার সুরু থেকে মঞ্চস্থ হওয়া পর্যন্ত এ হল এর মোটামুটি ইতিহাস। যারা অভিনয় করবেন তাদের সুবিধার জন্য একটা 'সিন চার্ট' দেওয়া হ'ল। নাটকটি অভিনয় করে বা দেখে যদি একটি লোকও আনন্দ পান তাহ'লে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলেই মনে করব।

বিনীত

নাট্যকার

ছেলে কার

প্রথম দৃশ্য

যোগেনের ঘর

[বস্তির গা ঘেঁসে একতলা বাড়ী—তারই একটা ঘরে থাকে যোগেন। আসবাবের মধ্যে রয়েছে একটা নড়বড়ে তক্তপোষ, একটা তোব্‌ড়ানো ট্রাংক আর কিছু পুরানো টুকিটাকি জিনিসপত্র। একপাশে টাংগানো রয়েছে একটা দড়ি—তারই উপর ঝুলছে কতকগুলো ছেঁড়া জামা কাপড়। ঘরখানাকে এক নজর দেখ্‌লেই বোঝা যায় নিষ্ঠুর দারিদ্র্য বাসা বেঁধেছে তার আনাচে কানাচে। বিকেলের পড়ন্ত রোদের একটা ছোট্ট রেখা কোন এক ফাঁকে এসে পড়েছে ঘরের মেঝের। তক্তপোষের একপাশে বসে কি যেন সাত পাঁচ ভাবছে যোগেন মাষ্টার। বয়স তার পৌঢ়ত্বকে ছুঁই-ছুঁই করছে, পরনে ময়লা গেঞ্জি, এলোপাতাড়ি তালিমারা ধুতিটা হাঁটু অবধি উঁচু করে পরা। অনেকদিন ধরে ক্ষয় রোগে ভুগে তার দুর্বল শরীরটা বেঁকে গেছে ধনুকের মত—সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি—চোখের কোণে কালি পড়েছে—মাংসহীন চোয়াল দুটো বেশীরকম উঁচু বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে বুক ফাটা কাশির বেগে ওর রোগা শরীরটা দুলে দুলে উঠছে। তক্তপোষের আর এক কোণে বসে একটানা কেঁদে চলেছে একটি ফুটফুটে গোলগাল চেহারার ৬।৭ বছরের ছেলে, নাম তার টমেটো। তারই কান্না শুনে—]

যোগেন। ব্যস্, কান্না সুরু হোল, কান্না থামা—থামা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এখন চোখ মোছ।

[টমেটো চোখ মুছ্‌ল।]

বাঃ—এই তো চাই, আরে বোকা, এই ছোট্টটি থেকে নিজের হাতে তোকে এত বড়ো করেছি, তোকে চিরদিনের

মত ছেড়ে দিতে আমার কষ্ট হয় না? কিন্তু কষ্ট হলেই কি আমাদের কাঁদতে আছে? কষ্ট হলেই যদি আমরা কাঁদি তো হাসবো কখন? বুঝলি আমার কথা, কি বল্লাম?

[না বোঝার ভংগিতে মাথা নাড়ল টমেটো।]

বুঝিস্‌নি, তা বেশ, মনে রাখিস্? তোর স্মরণ শক্তি খুব তীক্ষ্ণ আছে, কথাগুলো তোর মনে থাকবে জানি—একদিন বুঝবি। (হঠাৎ কথার মোড় ফেরাল) আচ্ছা, বল্‌তো টমেটো আমি তোর কে?

টমেটো। মামা। (কান্নার সুরে।)

যোগেন। হ্যাঁ, লোকেও তাই জানে (বল্‌তে বল্‌তে জোরে একটা দম নিয়ে উঠে দাঁড়াল।) কিন্তু বুঝিস্ না বুঝিস্ জেনে রাখ টমেটো, আমি তোর কেউ নই। যে রোগে আমাকে ধরেছে—সে রোগে প্রথমে গেল তোর বাবা, তারপর মা—মরা মায়ের পাশে বসে তুই কাঁদছিস্, দুই বছরের শিশু, তুলে নিয়ে এলাম। দিনের পর দিন কাটলো, তোকে আপনার বলে দাবি করতে কেউ এলো না। সেই থেকেই তুই আমার ভাগ্‌নে। ফুটফুটে গোলগাল চেহারা দেখে নাম রাখলাম টমেটো। (বার দুই কেসে) আবার সে রোগ তোর পিছু নিয়েছে টমেটো। এ থেকে দূরে তোকে সরাতেই হবে, বাঁচিয়েছি বলে মারবার অধিকার তো আমার নেই—(যোগেনের চোখ দুটো চক্‌চক করে উঠল) তাই না অনেক মাথা খেলিয়ে এমনি বুদ্ধি বার করেছি। (পাগলের মত হাসতে লাগল) ভাগ্য আমাদের নিয়ে পরিহাস করছে—দেখি না তার একটা পাল্টা জবাব দিয়ে—লাগে ভাল, না

লাগে তো—এর চেয়ে মন্দ আর কি হবে! (একটু সময় চুপ করে থেকে) আমি যা বুঝিয়ে দিয়েছি, সব মনে আছে?

টমেটো। আছে।

যোগেন। (পিঠ চাপড়ে) বাঃ, বাঃ! এই তো আমার টমেটো। এখন হাসো তো—হাসো!

[জোর করে টমেটো খানিকটা হাস্‌ল।]

হাসি বেরুতে চায় না? কিন্তু তোকে যে আজ প্রাণ খুলে হাসতে হবে। সংগ্রামের সুরুতেই যদি এমনি করে কাঁদিস্ তা হলে সংগ্রাম চালাবি কি করে? আমি মরব, সংগ্রাম আমার শেষ হয়েছে—কিন্তু সে সংগ্রামে আমি পরাজিত। কিন্তু তোকে আমি পরাজিত হতে দেবো না, জয়লাভ তোকে করতেই হবে। কিরে, অমন করে তাকিয়ে আছিস্ যে? কিছুই মাথায় ঢোকেনি, না? ঢুক্‌বেরে ঢুক্‌বে। যাক্ বুক ফুলিয়ে একবার দাঁড়াও তো দেখি—

[টমোটো বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।]

বাঃ, এই তো আমার হাতের তৈরী ছেলে। শোন্ টমেটো, তোকে কোনদিন কেউ আমাকে দেয়নি, আমিও কাউকে দিয়ে যাবো না। দাঁড়া, এখন তোকে সাজাই।

টমেটো। না আমি সাজবো না। (নাকী সুরে)

যোগেন। সে কিরে, সাজবি না কেন? ছিঃ—অমন করতে নেই। লক্ষ্মী, সোনা, মানিক আমার, কথা শুনতে হয়।

টমেটো। রোজ রোজ ছেঁড়া জামা পরতে ভাল লাগে না।

যোগেন। অঃ—তাই আমার টমেটোর অত্ত রাগ—তা ছেঁড়া জামা

কোথায় ? তোর জন্তে আজ নতুন জামা জুতো এনেছি—
দেখিস্‌নি বুঝি ? দাঁড়া, নিয়ে আসছি।

[ট্রাংক খুলে জামা জুতো নিয়ে এল।]

কি কেমন জামা, কেমন সুন্দর জুতো—পছন্দ হচ্ছে ?

টমেটো। হ্যাঁ, (মুখ ভার করে বল্ল।)

যোগেন। তোর মনটা এখনও খারাপ। এই জামা জুতো দেখে তুই লাফিয়ে উঠলিনে যে ? খুশি হ'—নয় তো পরাবো না।

টমেটো। চমৎকার! খুব সুন্দর।

যোগেন। ব্যস্, দাঁড়া পরিয়ে দিচ্ছি। (পরিয়ে দিল)
দাঁড়াও আরো আছে।

[কাগজের পুঁট্‌লি থেকে পাউডার মেখে দিল।]

বাঃ, একেবারে রাজপুত্তুরের মতো দেখাচ্ছে রে! কে বলবে তুই যোগেন মাষ্টারের ভাগ্‌নে।

[হাঁটু গেড়ে জুতো পরিয়ে দিল—নিজে দাড় থেকে নিয়ে জামা গায়ে দিল।]

আঁকড়ে থাকবার কথাটা মনে আছে ?

টমেটো। আছে।

যোগেন। কেবলই কি বলতে হ'বে মনে আছে ?

টমেটো। হু।

যোগেন। আচ্ছা—এসো এখানে, পাশে দাঁড়াও।

[টমেটো দাঁড়াল।]

এ্যাটেনসন্—

[তাঁরই অনুকরণে টমেটো সোজা হ'য়ে দাঁড়াল।]

মার্চ ফরোয়ার্ড—

[যোগেন ও টমেটো এক সংগে পা তোলে ও নামায়।]

লেফ্‌ট রাইট্, লেফট্ রাইট—

[উভয়ে চলে গেল মার্চ করতে করতে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

লেকের একাংশ

[লেকের একাংশ। সন্ধ্যা হ'তে তখনও কিছু দেরি আছে। যোগেন ও টমেটো এসে ঢুকল—]

যোগেন। বেশ বড় একটা গাড়ী লেকের গা ঘেঁসে দাঁড়াল। চট্‌পট্‌ এগিয়ে আয় টমেটো, দেখা যাক্‌ গাড়ীটা (কয়েক পা এগিয়ে) ধোত্তর! এক জোড়া বুড়ো-বুড়ি। আয় চলে আয়। নাঃ, এদের দিয়ে কিছু হবে না। আয়, ওখানটায় বসে একটু জিরিয়ে নি।

[দু'জনে ঘাসের উপর বসল—যোগেন এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। হঠাৎ—]

খাসা মক্কেল পেয়েছি রে! চল্‌ টমেটো, আর একটু এগোন যাক্‌।

[যোগেন ও টমেটো চলে গেল।]

[অপর দিক থেকে রবীন নামধারী এক যুবক এসে বেঞ্চিতে বসল। কয়েক মিনিট পরে দূরে কুণালকে দেখে—]

রবীন। এই যে কুণাল এখানে।

[প্রায় সংগে সংগে কুণাল এসে ঢুকল—পরনে দামী সার্জের স্যুট, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।]

কুণাল। এই যে রবীন, রীণা আসেনি?

রবীন। না—কিছুতেই ম্যানেজ করে আজ বেরুতে পারল না হোস্টেল থেকে।

কুণাল। হুঁ, না পেরে ভালই হয়েছে।

[টিন খুলে সিগারেট ধরাল।]

যত সব ঝামেলা!

রবীন। হোল কি? মেজাজ এত খারাপ?

কুণাল। আর বলিস্ না—সবই অদৃষ্ট। এইমাত্র বেরোবার সময় বাবা Seriously ঘোষণা করলেন—হালচাল না বদ্‌লালে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন। সে না হয় হোল—যা হবার হবে। কিন্তু বর্তমানে মা'র তহবিলটি পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়ে আমার হাতটা যে শশ্মান করে দিল সেইটেই হচ্ছে ভাবনা। আজকাল যা টানবার ওখান থেকেই টানছিলাম কিনা?

রবীন। বাবার আজ বিগড়ানোর নগদ কারণটা কি?

কুণাল। এই অণিমার বুড়ো বাপটা এসে সকালে বাবার কাছে কান্নাকাটি করেছে—আমি নাকি ওর মেয়ের পেছনে জুটে তার সর্বনাশ করেছি।

রবীন। ভারী অন্যায় কথা বলেছে তো বুড়োটা?

[অর্থপূর্ণ শ্লেষের হাসি হাস্‌ল।]

কিন্তু ভাখ, আমার মনে হয় তোর কিন্তু মেয়েদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে একটু সমঝে চলা উচিত। কারণ এ সমস্ত ব্যাপার নিয়ে অপরিচিত মহলে দিনের পর দিন অপ্রীতিকর আলোচনাই চল্‌ছে। যদিও সবদিক বিচার করলে তোকে খুব একটা মন্দ লোক বলা চলে এমন নয়। সাধারণ সদ্‌গুণ তোর সবই আছে। কুমতলব এঁটে, আট-ঘাট বেঁধে কোন কিছু করাও তোর স্বভাব নয়। তবে কিনা মেয়েদের ব্যাপারে তোর মনোভাবটা ঠিক অনেকটা স্টীমারের সার্চলাইটের মতো—কোথায়ও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

কুণাল। থাক্ তোকে আর লেক্চার মারতে হবে না।

রবীন। তোকে কতবার বলেছি যা করবার নিজেদের গণ্ডীর ভেতরেই কর—তা আমার কথা তো কানে তুলিস্ না?

কুণাল। ফের বাজে বকছিস্! যা বলি শোন্—হাত একদম খালি, কোন appointment রাখতে পারবো না। আজ স্বপ্নার জন্মদিন, ওকে একটা ঘড়ি present করব ভেবে ছিলাম। সাতটার আগেই ওকে খবর দিবি যে একটা জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে আমি বাইরে চলে গেছি, ফিরতে দিন কয়েক দেরি হবে। লিলিকে সাড়ে আটটায় 'ফারপো'তে মিট করতে বলেছি। ওকে গিয়েও এই একই কথা বলবি। আর কাল সকালে নীতাদের বাড়ী গিয়ে····· আচ্ছা থাক্, আজকের গুলো তো ম্যানেজ কর, তারপর দেখা যাবে।

রবীন। ম্যানেজ আমি ঠিকই করব কিন্তু তোর হাল এমন হলে আমার উপায় হবে কি?

কুণাল। মাথায় নিজের ভাবনাটাই আগে আসে, না? তোর দরকার চালিয়ে যাবার মতো ক্ষমতা আমার সব সময়ই থাকবে। এখন যা ভাগ্—যা বল্লাম তা করগে।

[রবীন উঠে পড়ে।]

রবীন। আর তুই?

কুণাল। এখন তো এখানেই আছি, তারপর জানি না। দেখি কোন বুদ্ধি মাথায় আসে কি না। শোন্ (একটু ভেবে) লতাকেই বিয়ে করে ফেলি—কি বলিস্?

রবীন। লতা! মানে, সেই বটগাছের গুঁড়িটি তো?

[হাত দিয়ে পরিধিটা দেখিয়ে দেয়।]

ওই মুটকিকে তুই বিয়ে করবি?

কুণাল। এক কাঁড়ি টাকা পাওয়া যাবে যে! চারিদিকে এত সব থাক্‌তে বউ আবার সরু আর মোটা! আচ্ছা, তুই এখন যা— আমি ভেবে দেখি।

[প্রবীন চলে গেল ও অন্য দিক দিয়ে ঢুকল যোগেন ও টমেটো।]

যোগেন। টমেটো, যা এখন যা। (চাপা গলায়)।

[টমেটো ইতস্ততঃ করতে লাগল।]

দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা। মার্চ ফরওয়ার্ড।

[চাপা গলায়।]

[দু' এক পা করে টমেটো এগিয়ে যায় কুণালের দিকে—যোগেন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল সেই দিকে, তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল। টমেটো বেঞ্চের এক কোণে গিয়ে বসল। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল কুণালের দিকে—কুণালের কিন্তু কোন খেয়াল নেই। হঠাৎ টমেটোর স্পর্শ পেয়ে—]

কুণাল। তোমার নাম কি খোকা?

টমেটো। টমেটো।

কুণাল। বাঃ! খাসা নতুন নাম তো তোমার। কার সংগে এসেছ? (টমেটো নিরুত্তর) কাছেই থাকো বুঝি?

টমেটো। হ্যাঁ।

কুণাল। অ, আচ্ছা বোস।

[কুণাল একমনে সিগারেট টানতে লাগল।]

টমেটো। তোমার নাম কি?

কুণাল। আমার নাম! (হেসে উঠল) আমার নাম "কুণাল সেন দি গ্রেট্‌।" মনে থাকবে তোমার?

টমেটো। হুঁ।

কুণাল। বাঃ, ভারী চালাক ছেলে তো তুমি! (পিঠ চাপড়ে দিল।) আচ্ছা, টমেটো চলি—টা—টা।

[টমেটো এগিয়ে গিয়ে কুণালের প্যান্ট ধরল।]

টমেটো। আমিও যাবো।

কুণাল। তুমি কোথায় যাবে?

[কুণাল হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল।]

টমেটো। না—আমাকে ফেলে যাবে না। (কান্নার সুরে)

কুণাল। কি মুস্কিল! তুমি কার সংগে এসেছো? আচ্ছা, আরেক দিন এসে তোমাকে অনেক বেড়িয়ে আনব, কেমন?

[জোর করে হাত ছাড়াল।]

টমেটো। না, আমাকে ফেলে যাবে না—বাবা আমাকে ফেলে যাচ্ছে। এঁ্যা—এঁ্যা—

[জোরে কেঁদে উঠল।]

কুণাল। আরে বলে কি! কি কাণ্ড! তবে কি ছেলেটি আমাকে ওর বাবা বলে ভুল করল?

[কাছাকাছি টমেটোর কেউ আছে কিনা দেখবার জন্যে কুণাল এদিক ওদিক তাকাল।]

টমেটো। বাবা, আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছে—এঁ্যা—এঁ্যা—

[কান্না শুনে ব্যস্তভাবে তিনজন লোক এগিয়ে এল।]

১ম লোক। কি হয়েচে মশাই? ছেলেটি এত কাঁদছে কেন?

কুণাল। কি হয়েছে তা কি ছাই আমিই জানি যে আপনাদের বলব?

টমেটো। আমি বাবার সাথে যাবো।

কুণাল। আঃ, কি বাবা—বাবা বলছ? কে তোমার বাবা? ছাড়তো এখন, ছাড়তো আমার প্যান্টটা—যেতে দাও।

[জোর করে হাত ছাড়াল।]

২য় লোক। আপনাকে ছাড়তে চাইছে না বুঝি ? কার কাছে রেখে যেতে চাইছেন ? তাকে বলুন না জোর করে নিয়ে যেতে ?

কুণাল। আমি রেখে যেতে চাইছি না। কার সংগে এসেছে তাও জানি না। বেঞ্চে বসেছিলাম—পাশে এসে বসল। যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, বলছে—"তোমার সংগে যাব।" বলছে—'বাবা'। কি কাণ্ড বলুন তো ?

৩য় লোক। জিনিসটা বেশ খাসা বানিয়েছেন তো মশাই !

[সবাই হেসে উঠল।]

১ম লোক। এ আপনার ছেলে নয় ?

কুণাল। আরে না মশাই, বিয়েই করিনি তো ছেলে !

২য় লোক। বিয়ে করেননি, হঠাৎ লেকে এসে বাবা বনে গেলেন—বাঃ, ব্যাপার মন্দ নয়তো ?

[সবাই আবার হেসে উঠল।]

কেদার ও স্বাপ্‌না ভিড়ের ভেতর উঁকিঝুঁকি মেরে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।]

কুণাল। (ক্রমবর্ধমান ভিড় লক্ষ্য করে) নাঃ, এমন একটা হাস্যকর অবস্থাকে আর বাড়তে দেওয়া চলে না। বাঃ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেশ একটি ভিড় জমিয়ে ফেলেছ দেখছি ? এখন প্যাণ্টটা ছাড়তো—আমাকে যেতে দাও।

টমেটো। না, আমাকে ফেলে যাবে না—বাবা আমাকে ফেলে যাচ্ছে—এ্যাঁ—এ্যাঁ—

কেদার। (২য় লোককে উদ্দেশ করে।) দাদা ! কি অইছে ?

২য় লোক। আর বলবেন না মশাই ! এই ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে লেকে ফেলে যেতে চান।

কেদার। করেন কি? পোলা ফ্যালাইয়া যাইতে চায়? হ্যাপলা, আয়তো আউগাইয়া ব্যাপারটা একটু study করতে অইব!

হ্যাপলা। আপনি বলছেন এ আপনার ছেলে নয়?

কুণাল। হ্যাঁ, তাই বল্‌ছি। (রেগে।)

কেদার। না, পোলা না। বাপ অয়নের সময় মনে আছিল না। লাগা—লাগা হালারে মইষারদ্দা।

[কেদার আস্তিন গুটিয়ে দু' পা পেছিয়ে গেল।]

৩য় লোক। আপনি থামুন মশাই! খোকা, ইনি তোমার কে হন?

টমেটো। বাবা। বাবা আমাকে ফেলে যেতে চাইছে।

কেদার। লেকের পাড়ে প্রেমে পড়ন্, জলে ডোবন্—এই সবই তো অইতো জানতাম, এমন কইরা পোলা ফালাইয়া যাওন অ সুরু অইছে তাইলে?

হ্যাপলা। খোকা, তোমার মা কোথায়?

টমেটো। বাবা জানে।

কেদার। হ্যাখেন, এক্কেবারে solid proof—আবার কয় পোলা না! মশয়! এই হগল বাপেরে ধইরা চেংগী দেওনের কাম!

কুণাল। মুখ সাম্‌লে কথা বলবেন। একশোবার বলছি এ আমার ছেলে নয়, তবু বলবেন এ আমার ছেলে?

১ম লোক। তবে কার ছেলে সেটাই বলুন না?

কেদার। দাদা! চ্যাতেন্ ক্যান্? আসল ব্যাপারটা কইয়াই ফালান না? ওঃ—ব্যাপারটা একটু confidential বুঝি?

কুণাল। ফের যদি আপনি ভদ্রভাবে কথা না বলেন—

কেদার। ক্যান্, মারবেন নাকি?

ন্যাপ্‌লা। মেজাজ দেখাতে হয় অন্য জায়গায় দেখাবেন। শ্যামবাজারের ছেলে দাদা—ওসব চোখ রাংগানো ঢের ঢের দেখেছি। বেশি কথা বল্লে পেঁদিয়ে লাল করে দেব না ?

[সকলে হেসে উঠল।]

১ম লোক। না শুনুন—এ হাসির কথা নয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।

[কেউ কেউ সমর্থন করল।]

কেদার। আরে দূর মশয় পুলিস্‌! আপ্‌নেগো লইয়া আর পারা যাইবো না। গোটা কতক উত্তম মধ্যম লাগাইয়া দেন—তারপর দেখেন রহস্য-কহস্য কই থাকে!

২য় লোক। না, না, সেটা ঠিক হবে না। এটি ওর ছেলে কিনা থানায় গিয়ে প্রমাণ হওয়াই ভাল। আপনাদের মধ্যে কেউ চলে যান্‌ না খবরটা একটু থানায় পৌছে দিতে? আমরা ততক্ষণ একে আটকে রাখছি।

ন্যাপলা। আমি যাচ্ছি—আসুন না মশাই কেউ আমার সংগে?

কুণাল। (হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি যোগাল)। মশায়রা! থানায় যে যাচ্ছেন, শুনুন—সাধে কি আমাদের জাতকে হুজুগে বলে? আগা মাথা না বুঝেই চল্লেন থানা পুলিশ করতে। আরে মশায়রা! ছেলেটা ভারী দুষ্টু আর জেদী, তাই একটু ভয় দেখাচ্ছিলাম। নিমেষের মধ্যে দেখি ভিড় জমে গ্যাছে। ভিড়টা জমলই যখন, ভাবলাম একটু মজা করা যাক্‌।

কেদার। আহা—হা—হা কি মজাই করলা সোনা!

কুণাল। ব্যাপারটা অন্তদিকে গড়াচ্ছে দেখে সত্যিটাই স্বীকার করতে হল। আয় টমেটো চলে আয়।

কেদার। দাদা! যায়েন কই? ব্যাপারটা clear না অইলে তো আপনারে আমরা যাইতে দিতে পারি না।

কুণাল। বেশ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপরের বিষয়টাই clear করুন। থানায় খবর দিলে আপনারাই অপদস্থ হবেন। তা ছাড়া আমার ছেলেকে আমি নিয়ে যাচ্ছি—গা জোয়ারী গাড়ী আটক করলে ব্যাপারটা উল্টে এসে আপনাদের উপর কতখানি পড়তে পারে, সেটাও ভেবে দেখবেন।

১ম লোক। ছেড়ে দিন মশাই—কি দরকার অপরের ঝামেলায় জড়িয়ে। নিজের ছেলেকে যদি কেউ পথে ফেলে যেতে চায় সে আমরা রুখ্‌তে পারবো কতক্ষণ!

৩য় লোক। ঠিক বলেছেন মশাই।

কুণাল। আপনাদের বুদ্ধি বিবেচনার জন্মে ধন্তবাদ! নমস্কার সবাইকে।

[কুণাল টমেটোকে নিয়ে চলে গেল।]

কেদার। ব্যাপারটা কিন্তু আমার ভাল ঠেক্‌ল নারে হ্যাপ্‌লা! এই আমি তরে কইলাম—অই পোলা পোলা না, পোলা অর আরো আছে।

৩য় লোক। আরে চলুন মশাই—পরের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

কেদার। যামু? কইতাছেন—চলেন।

[সবাই চলে গেল একে একে। কেদারও গেল তাদের সংগে কিন্তু নিতান্ত নিরাশ হয়ে ও অনিচ্ছা সত্বে।]

তৃতীয় দৃশ্য

সাদার্ণ এভেনিউ

[সাদার্ণ এভেনিউ ও পূর্বপ্রান্তে একটি জনবিরল জায়গা। রাত আন্দাজ সাড়ে আটটা। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কুণাল—তাই একটা নির্জন জায়গা দেখে গাড়ীটা পার্ক করল সে। নেমে এলো খোলা হাওয়ায় একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে। টমেটোও এল পেছন পেছন।]

কুণাল। না:—সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে একেবারে টায়ার্ড। এইখানটায় একটু বসা যাক্। এবার বলোতো ত্যাঁদোড় ছেলে, তোমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা কি? পৌঁছে দিয়ে আসি। গাড়ী চড়ার জন্যে কি কৌশলটাই না করলে! বাব্বা, কি তুখোড় ছেলে! এখন বলোতো ঠিকানাটা কি, কোথায় থাক?

টমেটো। তোমার কাছে।

কুণাল। আঃ মোলো যা, হতচ্ছাড়া ছেলে, মারবো কসে চড়।

[মারবার জন্যে হাত উঠাল]

টমেটো। অ্যাঁঃ—না মারবে না। (চেঁচিয়ে উঠল।)

কুণাল। থাক্ বাবা—কাজ নেই মেরে, শেষকালে হয়ত সেই পুরানো দৃশ্যেরই অবতারণা হবে।
না—না—মারবো না। আচ্ছা, আমার কাছেই থাকিস্। লজেন্স খাবি টমেটো? এই নে।

[পকেট থেকে লজেন্স বের করে দিল।]

টমেটো। লজেনচুষ ভাল না।

কুণাল। খুব ভাল—খেয়ে ন্থাখ্। তোকে আরো কত ভাল ভাল খাওয়ার জিনিস কিনে দেবো দেখবি। এখন বলতো কোথায় থাকিস্? ঠিকানা না বলতে পারিস্ জায়গাটা—বাড়ীটা দেখতে কেমন? বাবার নাম কি? বল, আমি খুঁজে বার করে তোকে ঠিক পৌছে দেব।

টমেটো। আমি তো তোমার কাছেই থাকি।

কুণাল। আচ্ছা ফ্যাসাদেই পড়া গেল দেখছি। তবে কি ওর বাবার চেহারার সংগে আমার চেহারার মিল থেকেই এ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে? আমার মতো এ রকম পোশাক তো তোর বাবা পরে না—ধুতি পরে, না টমেটো? আমাকে দেখতে বুঝি ঠিক তোর বাবার মতো?

টমেটো। তুমিই তো বাবা।

কুণাল। হায় ভগবান্! কি বিপদেই ফেল্লে! সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। এ ছেলেকে নিয়ে এখন আমি যাই কোথায়? থানায় গেলে সেখানে হয়তো 'বাবা' 'বাবা' বলে আবার এক ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসবে। বাড়ীতেও নিয়ে যাওয়া যায় না। এদিকে ব্যাপারটার কিছু একটা কিনারা করা দরকার। কিন্তু কিনারা করব কি? ঘটনার মাথামুণ্ডু বোধগম্য হলে তবেই না একটা পথ ভাবা যায়।

টমেটো। বাড়ী চল না। (আব্দারের সুরে)

কুণাল। বাড়ী! হ্যাঁ—হ্যাঁ—যাব, যাব—কিন্তু টমেটো, গাড়ীর কল যে বিগড়ে গ্যাছে! তুই যে জায়গাটায় বসেছিলি তার তলায় একটা কল আছে, একটু মেরামত করতে হবে সেটা। তুই একটু এখানে দাঁড়া, আমি গাড়ীতে গিয়ে ওটা ঠিক করে আসছি।

টমেটো। না—আমি তোমার সংগে গাড়ীতে যাব।

কুণাল। (দাঁতে দাঁত চেপে।) আচ্ছা বাছাধন, যাবে। তা এখন আর যেতে হবে না, এখানেই দাঁড়াও। আমারও আর গাড়ী মেরামত করে কাজ নেই। নাঃ—একে ছেড়ে পালানো খুব সহজ হবে না দেখছি।

টমেটো। বাবা, পা ব্যথা করছে। (আব্দারের সুরে)

কুণাল। বলিহারী ছেলে বাবা! তা যাও না, গাড়ীতে গিয়ে বসে থাক। গাড়ীতে ওঠার জন্যে তো একটু আগেই বায়না ধরেছিলে।

টমেটো। আমিও তোমার সংগে যাব। (আব্দারের সুরে)

কুণাল। কেন? আমার সংগে কেন? আমি তোমার কে?

টমেটো। বাবা।

কুণাল। থাম্—বাবা না কচু। ঐ এক বাবা ডেকে তুই আমাকে শুদ্ধু 'বাবা' ডাকিয়ে ছেড়েছিস্। এদিকে মরছি নিজের জ্বালায়-পয়সার অভাবে মেয়েগুলো সব হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। বাড়ীতে ত্যাজ্যপুত্র করবে বলে বাবা দু'বেলা চোখ রাংগাচ্ছে—তুমি এখন এসে বোঝার উপর শাকের আঁটি হয়ে বস্‌লে।

টমেটো। খিদে পেয়েছে বাবা। (করুণ সুরে)

কুণাল। খিদে পেয়েছে না হাতী। টমেটো—টমেটো না ঝিংগে। তোর মত ত্যাঁদোড় ছেলের নাম হওয়া উচিত চিচিংগে।

টমেটো। না—চিচিংগে না, টমেটো।

কুণাল। টমেটো না—কাঁচকলা।

টমেটো। বাড়ী যাবো।

কুণাল। বাড়ী গেলে কি খেতে দেবে জানিস্?

টমেটো। কি দেবে? (একটু হেসে)

কুণাল। ঝাঁটা।

টমেটো। না—ঝাঁটা না, মুড়ি।

কুণাল। (হেসে) ওঃ—তুই মুড়ি খেতে খুব ভালবাসিস্ বুঝি?

টমেটো। হুঁ।

কুণাল। মুড়ি খাবি?

টমেটো। হুঁ।

কুণাল। তাহলে কিন্তু আমার কথা শুনতে হবে। কি শুনবি?

টমেটো। হুঁ।

কুণাল। এই তো very good boy. তা তুই এখানে বোস্, আমি একুণি তোর জন্যে মুড়ি কিনে নিয়ে আস্‌ছি।

টমেটো। আমিও যাবো।

কুণাল। এই না বল্লি—কথা শুন্‌বি! আরে বোকা, তুই জানিস না বুঝি—মুড়ির দোকানের আশে-পাশে ছেলেধরারা ঘুরে বেড়ায়। যদি কোন ছোট ছেলে মুড়ির দোকানে যায় ব্যস্ তাকে ধরে নিয়ে থলিতে পুরে ফেলে। সে আর তার বাবার কাছে কক্ষণো যেতে পারে না।

টমেটো। যা, মিছে কথা।

কুণাল। কে বল্লে মিছে কথা?

টমেটো। মিছে কথাই তো।

কুণাল। বাব্বাঃ—একেবারে ঝানু ছেলে।

টমেটো। না, ঝানু না।

কুণাল। তবে কি?

টমেটো। আমি ভাল ছেলে।

কুণাল। ভাল যা তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তা না হলে দুনিয়ায় এত লোক থাকতে তোমার সুনজর আমারই ওপর পড়ল কেন?

টমেটো। কি বলছ ?

কুণাল। বলছি তুমি নিজেও ঘর ছেড়েছ আর আমাকেও ঘর ছাড়া করবার মতলবে আছো। এই আর কি !

টমেটো। বাবা।

কুণাল। বাবা বলতে বারণ করেছি না। ফের বাবা বলবি তো মার লাগাব।

টমেটো। না মারবে না। আমি তাহলে কাঁদবো।

কুণাল। রক্ষে করো, কেঁদে আর কাজ নেই। তোমাকে মারছি না। একবার যা সর্ষেফুল দেখিয়েছ।

[একটা সিগারেট ধরাল—হঠাৎ দূরে নিখিলেশকে দেখে।]

কে। নিখিলেশ না ! হ্যাঁ তাই তো—এই নিখিলেশ শোন্।

[ডাক শুনে নিখিলেশ এগিয়ে এল।]

এই যে ব্যারিস্টার সাহেব—তোর কাছে এক্ষুণি যাচ্ছিলাম। তা যেতে আর হোল না। ভগবানই তোকে পাঠিয়ে দিলেন।

নিখিলেশ। অত ভূমিকা না করে আসল বিষয়টা কি তাই বল না ?

কুণাল। শোন্, ভারী একটা বিপদে পড়ে গেছি। একটা বুদ্ধি বাতলে দে তো দেখি।

নিখিলেশ। হঠাৎ ? কি ব্যাপার বল তো ? সংগে এই ছেলেটি কে ?

কুণাল। আরে এই ছেলেকে নিয়েই তো যতো বিপদ্।

নিখিলেশ। মানে ?

কুণাল। বাবার সংগে ঝগড়া করে লেকে গিয়েছিলাম মাথা ঠাণ্ডা করতে। তা মাথা তো ঠাণ্ডা হোলই না, মাঝখান থেকে মাথাটি গরম করে ফিরতে হ'ল। সেখান থেকেই এই ছেলেটি পিছু নিয়েছে। কার ছেলে কিছুই জানি না।

নিখিলেশ। কুকুর পিছু নেয় জানতাম—কিন্তু ছেলে! কই শুনিনি তো? Quite interesting. খোকা, তোমার বাবার নাম কি?

টমেটো। 'কুণাল সেন দি গ্রেট।'

[বলেই কুণালের পা ঘেসে দাঁড়াল।]

নিখিলেশ। এঁ্যা—কি বল্লে? (আঁ্যাৎকে উঠল নিখিলেশ)

[জবাব শুনে কুণালও হাঁ হয়ে যায়।]

কুণাল। আরে ওঁ্যাদোড় ছেলে, নামটা বলেছিলাম তাও মনে করে রেখেছিস্।

নিখিলেশ। খোকা—ইনি তোমার কে হন্?

টমেটো। বাবা।

[নিখিলেশের হাসি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। সে কুণালের দিকে তাকায়।]

কুণাল। অমন করে হাসছিস্ কি? আরে ঐ 'বাবা' 'বাবা' ডেকেই তো যত ফ্যাসাদ করেছে। যত বলি 'চিনি না'—ছোকরা বলে 'বাবা' 'বাবা'। রীতিমত ভিড় জমে গেল লোকে। কোন উপায় না দেখে ওকে নিয়েই গাড়ী ছুটিয়ে পালিয়ে আসতে হল।

[পায়চারী করতে লাগল উত্তেজনায়।]

নিখিলেশ। ত্থাখ্, উকিল ব্যারিস্টারদের কাছে কিছুই গোপন করতে নেই। তা ছাড়া আমি তোর বন্ধু। খুলে বল্ কবে কোথায় কি কেলেংকারী করেছিলি, এদ্দিন কোথায় ছিল, এখন কি করতে চাস্?

কুণাল। Nonsence, nonsence! বলছি লোকে একে প্রথম দেখলাম। আমি কিছুই জানি না। এর চৌদ্দপুরুষের কাউকে চিনি না পর্যন্ত।

নিখিলেশ। জানিস্ না, চিনিস্ না তো থানায় জমা দিয়ে দে না ?

[নিখিলেশ হাসে।]

কুণাল। আহা! কি বুদ্ধিই বাতলালেন। এ সামান্য বুদ্ধি আর আমার মাথায় আসেনি, না ? আরে মূর্খ, থানায় গেলে বিপদ যে আরো বাড়বে। এ 'বাবা' 'বাবা' করে চেঁচাবে, থানার লোক ফোন করবে বাবাকে, বাবা এসে তোমারই মত কিছু একটা সন্দেহ করে বসবেন—তারপর সুরু হবে মহামারী কাণ্ড। এমনিতেই তো আজ শাসিয়েছেন ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলে।

নিখিলেশ। বেশ তো, তাহলে এখন শান্ত হয়ে বসে খুলে বল্ দেখি সব! আমি তোর কাণ্ড কীর্তি কিছু না জানি এমন তো নয়। আমার কাছে গোপন করবার দরকারটা কি ?

কুণাল। Fool! Don't, Don't want your help. (জুতার হিল ঠুকল) চাই না তোর সাহায্য—চলে আয় চিচিংগে।

টমেটো। না—চিচিংগে না, টমেটো।

কুণাল। আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ—টমেটো, চলে আয়।

[টমেটোকে টেনে নিয়ে দ্রুত চলে গেল। নিখিলেশ ঐ দিকে তাকিয়ে একটু হাসল তার পর পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা টোকা মেরে ফেলে দিল।]

চতুর্থ দৃশ্য

মিলির বাড়ীর ড্রয়িং রুম

[মিলির বাড়ীর ড্রয়িং রুম। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের দ্বারা ঘরটি বেশ নিখুঁতভাবে সাজানো। ঘরখানা দেখে বাড়ীর মালিকের অভিজাত্ত এবং সৌখিন রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রাত আন্দাজ নটা—উপর থেকে দুটো green dome light ঘরখানাকে স্বপ্নময় করে তুলেছে। দৃশ্যারম্ভের দু'এক মিনিট পরেই বেল বেজে উঠল। বেয়ারা এসে দরজা খুলে দেওয়ার সংগে সংগে ঘরে ঢুকল কুণাল ও টমেটো।]

বেয়ারা। (সেলাম জানাল।)

কুণাল। মিলি দিদিমণি শুয়ে পড়েছে ?

বেয়ারা। জী নেহি, আইয়ে সাব্।

কুণাল। যাও, দিদিমণিকে বল, আমি এসেছি।

[বেয়ারা চলে গেল মিলিকে খবর দিতে। কৌচে বসে সিগারেট ধরাল কুণাল। একটু পরে একটি ফর্সা ছিপ্ছিপে গড়নের ২০।২১ বছরের সুশ্রী মেয়ে এল সেখানে, নাম তার মিলি।]

মিলি। তুমি ! হঠাৎ কি মনে করে ? এই ছেলেটিই বা কে ?

কুণাল। আশ্চর্য হয়েছ খুব—না ? তা তো হবেই। তা যাক্গে সে কথা, কাজের কথাটা বলি—বোস এইখানে।

মিলি। থাক্, (একটু রেগে) বসে আর কাজ নেই—কি বলবে চট্পট্ বলে ফেলতো।

কুণাল। Don't be angry Milly. সত্যিই একটা ভয়ানক বিপদে পড়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। লেকে গিয়েছিলাম বেড়াতে, বেঞ্চে বসে ছিলাম—হঠাৎ কোথা থেকে এই ছেলেটি

এসে পাশে বসল। তারপর থেকেই পিছু নিয়েছে। যত বলি চিনি না, এ ততই বলে 'বাবা' 'বাবা'। আর যায় কোথায়—দেখতে দেখতে মহা ভিড় জমে গেল লেকে। তারপর আর কোন উপায় না দেখে একে নিয়েই পালিয়ে আসতে হ'ল।

মিলি। যাই বলো, গল্পটা কিন্তু মোটেই ভাল তৈরী করতে পারোনি। (বিদ্রূপের হাসি।)

কুণাল। তৈরী করিনি বলেই হয়তো তেমন ভাল হয়নি। (হতাশার কণ্ঠ)

মিলি। না—না, তোমার বুদ্ধিতে আর একটু বিশ্বাসযোগ্য কিছু বলা উচিত ছিল। (মুখ ফেরাল মিলি।)

কুণাল। Listen ! Listen ! Milly.

[মিলির মুখের কাছে ঝুঁকে।]

সত্যিই বিশ্বাস করো, আমি একটি কথাও বানিয়ে বলছি না। পরে প্রমাণ করব।

মিলি। পরের কথা থাক্—আর তাছাড়া আমার কাছে এসব প্রমাণ করবারই বা দরকার কি? এখন বল দেখি এদ্দিন পরে এই সত্য কাহিনী নিয়ে ছুটে এসেছ কেন? নিশ্চয়ই কোন স্বার্থ আছে?

কুণাল। হ্যাঁ, তা একটু আছে। (বিনয়ের সুরে) একটা রাতের জন্য ছেলেটাকে আশ্রয় দিতে হবে তোমায়।

মিলি। হো—য়াট ! (আঁৎকে উঠল) তোমার এই ছেলেকে এখন তুমি আমার ঘাড়ে চাপাতে এসেছ ?

কুণাল। না—না—মিলি, চাপাতে আসিনি, আমায় ভুল বোঝ না। Please, please, শুধু একটা রাতের জন্যে।

[আকুলতায় মিলির কাঁধ চেপে ধরল।]

আমি যত অন্যায়ই তোমার প্রতি করে থাকি, তবু জানি বিপদে পড়ে ছুটে আসতে হলে একমাত্র তোমার কাছেই আসা যায়। (ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস) কারণ একদিন সত্যিই তুমি আমায় ভাল বেসেছিলে।

মিলি। ওঃ—সেটা তুমি জান দেখছি!

[ধীরে ধীরে কুণালের হাতটা নামিয়ে দেয়।]

কুণাল। জানি, জানি মিলি, নেহাতই ঐ শেলী ব্যানার্জীর মত একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে কেমন করে যে কি ঘটে গেল!

মিলি। থাক্, কার পাল্লায় পড়ে কি ঘটেছিল তা জানবার আমার দরকার নেই। কিন্তু তোমার ঐ ছেলেকে এখন আমি রাখি কি করে? একটা Children's Home-এ দিয়ে দাও না।

কুণাল। Children's Home! The idea! কিন্তু সে তো আজ রাতেই হচ্ছে না। একটা রাতের জন্য তুমি ইচ্ছে করলেই রাখতে পার মিলি। বাবা দিল্লীতে, বাড়ীতে একমাত্র বুড়ী পিসি, নিজে ভাল চাকরী করছ। তোমার উপরে কথা বলবে কে? পিসিকে যাহোক একটা বানিয়ে বলে দিলেই হবে।

মিলি। বানিয়ে আমি বলতে পারবো না। মিথ্যে আমি বলি না। তা ছাড়া জানো নিশ্চয়ই মন্টির সংগে আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। সকাল ন'টায় রোজই সে একবার আসে। যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে তুমি আবার এখানে যাওয়া আসা করছ তাহলে সে আর এক বিভ্রাট বাঁধাবে।

কুণাল। না—না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—মন্টি আসবার আগেই আমি এসে ওকে নিয়ে যাব।

মিলি। বিভ্রাটটা তাহলে বাধাতে চাও না দেখছি। (শ্লেষের হাসি।)

কুণাল। কি যে চাই আর কি যে চাই না তা আজ আর বুঝিয়ে বলবার সুযোগই বা পাচ্ছি কোথায়?

মিলি। থাক্ আর নাটক করতে হবে না। কাল সকালেই এসে নিয়ে যেও কিন্তু।

কুণাল। নিশ্চয়ই! তুমি তো জান, তোমার মেজাজকে আমি কতখানি ভয় করি।

মিলি। হুঁ, ভয় করো না ছাই (চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল।)

কুণাল মিলি! শোন, তোমার বেয়ারাকে ডেকে একগ্লাস খাবার জল দিতে বলো না?

মিলি। হরি সিং—

কুণাল। থাক থাক, ওকে আর ডেকে কাজ নেই, এদ্দিন পরে এলাম, তোমার নিজের হাতের আনা এক গ্লাস জলই খেয়ে যাই— আর কিছু তো ভাগ্যে জুটবে না।

[মিলি চলে গেল।]

(টমেটোকে) এইটাই হল আমাদের বাড়ী। আমাকে যেমন 'বাবা' ডেকেছিস্, ওকেও তেমনি 'মা' ডাকবি— বুঝলি?

টমেটো। (সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।)

কুণাল। মা তোকে কত আদর করবে দেখবি। আমি এক্ষুণি গিয়ে তোর জন্যে একটা কাঠের ঘোড়া আর কলের লাট্টু কিনে আন্‌বো। তারপর একসংগে কত খেলা করবো— কেমন?

[মিলি কুণালের জন্যে খাওয়ার জল নিয়ে এল।]

(জল খেয়ে) আচ্ছা মিলি many thanks. শোন টমেটো, ঘোড়া আর লাট্টু নিয়ে এক্ষুণি ফিরে আসছি আমি।

[কুণাল চলে গেল।]

[মিলি একটা কৌচে বসল—হঠাৎ টমেটো তাকে 'মা' 'মা' বলে ডেকে উঠল।

টমেটো। মা! মা!

মিলি। কি! কি বল্লি? মা!

টমেটো। বাবা বলে গেল তোমার নাম মা।

মিলি। কুণাল বলে গেল বুঝি? উঃ কি সাংঘাতিক লোক এই কুণাল! না—আমি মা-ফা নই। আর ও কথা মুখে আনবি না।

টমেটো। আনবো তো।

মিলি। কি বল্লি? আনবি। এই লাঠি দেখেছিস্, পিঠে ভাংগবো।

টমেটো। বাবাকে বলে দেবো।

মিলি। দিস্ বলে। তোর বাবাকে আমি ভয় করি নাকি। আচ্ছা ছেলে বাবা! যেমনি ছেলে তেমনি তার বাবা।

[বিরক্তির ভাব নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মোক্ষদা।]

মোক্ষদা। কি লো মিলি, রাত দুপুরে কার সংগে কথা কইছিস্? ও মা! এ আবার কার ছেলে গা?

মিলি। আর বলো না পিসি, যত ঝামেলা কি না এসে জোটে আমারই কপালে।

মোক্ষদা। তা ব্যাপারটা একটু খুলেই বল না। মাথা মুণ্ড কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

মিলি। এই মাত্র কুণাল এসেছিল একে দিতে। লেকে না কোথায় নাকি এ কুণালের সংগ ধরেছিল। কিছুতেই এড়াতে না পেরে একে সংগে করেই নিয়ে আসতে হয়েছে।

মোক্ষদা। সংগে নিয়ে আসতে হয়েছে তো এখানে কেন? বলি সারা কলকাতা সহরে কি আর জায়গা ছিল না। নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেই তো পারতো।

মিলি। বাড়ীতে কোন মুখে নিয়ে যাবে শুনি। বাবার সংগে ঝগড়া করে বেরিয়েছিল—এর পর এ ছেলেকে নিয়ে গেলে বুড়ো খেঁকিয়ে উঠবে না ?

মোক্ষদা। তা তুই যাই বলিস্—আমার কিন্তু বাপু এ সব ভাল ঠেকছে না। জানা নেই, শোনা নেই, কার ছেলে কি বৃত্তান্ত আর তুই দিব্যি আশ্রয় দিয়ে বসলি। দাদা এসব জানতে পারলে কি হবে ভেবেছিস্ ?

মিলি। কাল সকালেই তো নিয়ে যাবে বলেছে।

টমেটো। মা ! মা !

মোক্ষদা। মা ! কে তোর মা ?

টমেটো। কেন ? এই যে ! (মিলিকে দেখাল ।)

মিলি। তোকে না বলেছি 'মা' বলবি না। ফের মা বলেছিস্ তো—

[টমেটোকে শাসাল।]

মোক্ষদা। তা তুই বা অতো চট্‌ছিস্ কেন ? 'মা' ডাক্‌ছে—আহা ! কাদের ছেলে কে জানে ? তারা হয়ত এতক্ষণ পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে যাই হোক্—কুণালের কিন্তু এদ্দিন পরে যাওয়া-আসাটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।

মিলি। যাক্, এ নিয়ে তোমাকে আর চেঁচামেচি করতে হবে না। তুমি দেখ তো দুধ-টুধ কিছু আছে কিনা ? আর হ্যাঁ—ওকে কিন্তু তোমার কাছেই শুইয়ে রেখ।

[মিলি চলে গেল।]

টমেটো। মা ! মা ! (মিলির সংগে যেতে চাইল।)

মোক্ষদা। কোথায় যাচ্ছিস্ ?

টমেটো। মা'র কাছে যাবো।

মোক্ষদা। যাবি—যাবি, আগে খেয়ে নে, তার পর যাবি। এখানে চুপটি করে বসে থাক্, আমি তোর জন্যে দুধ নিয়ে আসছি।

[মোক্ষদা চলে গেল। কেউ কোথাও নেই দেখে টমেটো ইচ্ছেমত ঘরের সব জিনিষপত্র নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। একটু পরেই এক বাটি দুধ নিয়ে ঢুকল মোক্ষদা।]

মোক্ষদা। (দুধের বাটি টমেটোর মুখের কাছে নিয়ে।) নে, খেয়ে নে।

টমেটো। না, আমি খাবো না। (কান্নার সুরে।)

মোক্ষদা। সে কি! খাবি না কেন? মা বাবার জন্যে মন কেমন করছে বুঝি? তা তারা কালই এসে তোকে নিয়ে যাবে। নে, লক্ষ্মীটি এখন খেয়ে নে।

টমেটো। বলছি আমি খাবো না মা'র কাছে যাবো।

মোক্ষদা। আচ্ছা জেদী ছেলে বাবা! না খেলি—যা উপোস করে মর্। এই রইল দুধ, আমি চল্লাম।

[যাবার জন্যে পা বাড়াল]

টমেটো। বলছি আমি মা'র কাছে যাবো।

মোক্ষদা। তাইতো বলছি খেয়ে নে—খাওয়া হলেই তোকে মার কাছে রেখে আসবো।

টমেটো। আমি তোমার হাতে খাবোই না।

মোক্ষদা। কেন? আমার হাতে কি হয়েছে?

টমেটো। তুমি দেখতে বিচ্ছিরি! মা কত সুন্দর! তোমার দুটো দাঁত কি হল?

মোক্ষদা। ওমা! একরত্তি ছেলের কথা শোন। বলি অ—মিলি! মিলি!—

মিলি। (নেপথ্যে) কি হোল? অতো চেঁচিয়ে ডাকছো কেন?

[বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকল মিলি।]

মোক্ষদা। তবে কি করে ডাকবো? গান করে ডাকবো? ত্থাখ নচ্ছার ছেলের কাণ্ড ত্থাখ্। বলে—মা কত সুন্দর, তুমি দেখ্‌তে বিশ্রী, তোমার কথা শুনবো না। বলে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে। এ ছেলেকে খাওয়ান আমার কম্ম নয়।

মিলি। বেশ তুমি যাও। কর্ম যখন আমার, তখন আমিই করছি।

মোক্ষদা। ত্থাখ্ মিলি, কুণালের মত ছেলেকে প্রশ্রয় দিয়ে তুই আবার ঝামেলায় জড়াচ্ছিস্। আমার কিন্তু এসব ভাল মনে হচ্ছে না বাপু।

মিলি। এখন তো ওকে আমি সামলাই, পরে তুমি আমাকে সাম্‌লিও। যাও, এখন শুয়ে পড়গে।

মোক্ষদা। আমি তোর ভালর জন্যেই বলছিলাম।

[রাগে গজ গজ করতে করতে চলে গেল মোক্ষদা।]

মিলি। (টমেটোর গায়ে হাত বুলিয়ে।) হ্যাঁরে! আমায় দেখতে বুঝি খুব ভাল?

টমেটো। হুঁ। (ঘাড় নাড়ল।)

মিলি। তবে আমার কথা শুনবি তো?

টমেটো। না (জোরে জোরে ঘাড় নাড়ল।)

মিলি। আরে বজ্জাত ছেলে! আচ্ছা আয়, এই ত্থাখ্ কি সুন্দর ছবির বই।

[কয়েকটা ছবির বই টমেটোর সাম্‌নে দিল।]

মিলি। এখন চুপটি করে খেয়ে নিলে কাল এমন আরো কত বই দেব দেখিস্।

টমেটো। চাইনা—চাইনা ছবির বই (হাত দিয়ে সরিয়ে দিল বইগুলো)।

মিলি। উঃ—কি যে করি এই নচ্ছার ছেলেকে নিয়ে!

টমেটো। আমি খাবো না। মা! বাবার কাছে যাব! মা! মা!

মিলি। ফের মা, মা, কচ্ছিস্—বারণ করিনি?

টমেটো। করবো তো। বাবা বলেছে তোমার নাম মা।

মিলি। আর আমি যে নিষেধ কচ্ছি? উঃ—কি ঝঞ্ঝাট রে বাবা! এখন কি করি? এ ছেলেকে এখন আমি সামলাই কি করে? টমেটো! লক্ষীটি, আর চেঁচামেচি না করে এখন দুধটা খেয়ে নাও।

টমেটো। খেতে যে ইচ্ছে কচ্ছে না?

মিলি। কেনরে? বাবা তোকে অনেক খাইয়েছে বুঝি?

টমেটো। হুঁ।

মিলি। কি খাইয়েছে?

টমেটো। লজেনচুষ—

মিলি। দূর বোকা! নজেনচুষ খেলে কখনও পেট ভরে? বেশী না পারিস্ আদ্দেকটা খেয়ে নে! কি চুপ করে বসে রইলি যে? আচ্ছা টমেটো, গান শুনবি—গান?

টমেটো। গান? শুনবো।

মিলি। তাহলে দেরি না করে এবার খেয়ে নাও, তারপর চুপটি করে শুয়ে পড়। কাল ভোরে উঠেই পিয়ানো বাজিয়ে গান শোনাব—কেমন?

টমেটো। আচ্ছা। (দুধ খেল)

মিলি। এইতো লক্ষী ছেলে টমেটো আমার!

[খোকদা এল।]

খাওয়াতে তো পারোনি এবারে স্থাখো ঘুমটা পাড়াতে পারো কি না?

[মিলি চলে গেল।]

মোক্ষদা। যত জ্বালা হয়েছে আমার! রাত ১১টা বাজল—এখন পর্যন্ত চোখের পাতা দুটো এক করতে পারলাম না? দয়া করে এবার এসো।

টমেটো। না—আমি যাবো না। তোমার কাছে শোবই না।

মোক্ষদা। কি বল্লি? (জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল)

টমেটো। না—আমি যাবো না—যাবো না! তুমি যাও!

[হাত-পা ছুড়তে লাগল—শেষে মোক্ষদার হাত কামড়ে দিল।]

মোক্ষদা। উঃ—কি সর্বনেশে ছেলে বাবা! কামড়ে রক্ত বার করে দিলে? দাঁড়া—দেখাচ্ছি মজা! (জোরে টমেটোকে চড় মারল)

টমেটো। (কেঁদে) এ্যাঁ—এ্যাঁ—মা—মা—

[কান্না শুনে মিলি ছুটে এলো।]

মিলি। আবার কি হোল? এত চেঁচামেচি করছ কেন?

মোক্ষদা। চেঁচামেচি করি কি আর সাধে? এই ছাখ তোর ছেলের কাণ্ড—কি করেছে? (হাত দেখাল।)

মিলি। ছেলে, ছেলে, বলবে না বলছি। টমেটো! এসব কি হচ্ছে? শুতে যাও।

টমেটো। আমি এই বুড়িটার কাছে শোব না। খালি মারে—দেখতে বিশ্রী! আমি তোমার কাছে শোব।

মোক্ষদা। শুনলি! পুচকে ছেলের কথা!

মিলি। থাক্—আর চেঁচামেচি করো না। এখন দয়া করে একটু চুপ কর। আয় টমেটো, আমার কাছে শুবি—আয়—

[মিলি ও টমেটো চলে গেল।]

মোক্ষদা। সোহাগ দেখে আর বাঁচিনে বাপু! আমরাও ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করেছি।

পঞ্চম দৃশ্য

কুণালের শোবার ঘর

[কুণালের শোবার ঘর—একটি ইজিচেয়ারে কুণাল অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সংবাদপত্র পড়ছে—পাশে টিপয়ে প্রাতঃরাশের ভুক্তাবশিষ্ট। ঘরে এসে ঢুকল রবীন।]

কুণাল। এই যে রবীন, আয় বোস্। কাল ওদের সবাইকে যা যা বলতে বলেছিলাম ঠিক মত বলেছিস্ তো ?

রবীন। আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ, সে সব আর তোকে ভাবতে হবে না। আমাকে তো জানিস্, ওরকম কাঁচা ছেলে আমি নই ? যা বলব তাই করব।

কুণাল। তা বটে। তবে বুদ্ধিটা একটু মোটা বলে মাঝে মাঝে সব কিছু গুলিয়ে ফেলিস্ এই যা।

রবীন। তা তোর যখন এত সূক্ষ্ম বুদ্ধি তখন সব কিছু তুই নিজে করলেই তো পারিস্ ?

কুণাল। আরে না—না। আমি কি সত্যি তাই বলেছি ?

রবীন। বাজে কথা থাক্—কি করবি ভেবেছিস্ ?

কুণাল। কি আবার করব ? খাব দাব—দু'বেলা যেমন আড্ডা মারছি মারব।

রবীন। তা তো মারবে ! কিন্তু এই যে আমি কতগুলি মিথ্যে কথা ওদের বলে এলাম এ যদি ফাঁস হয়ে যায় তাহলে তো ওরা আমাকেই ধরবে আগে !

কুণাল। তা তুই যখন আমার বন্ধু, তখন অতটুকু sacrifice করা তো তোর অবশ্য কর্তব্য ?

রবীন। রাখ্ তোর কর্তব্য। এখন কাজের কথায় আয়।

কুণাল। হ্যাঁ,—আজ নীতাদের বাড়ীতে একটা পার্টি আছে। আমাকে যেতে বলেছিল সন্ধ্যে বেলায়। তুই সন্ধ্যের আগে গিয়ে ঐ এক কথাই বলবি—"আমি একটা জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেছি।"

রবীন। আচ্ছা, আচ্ছা, সে হ'বেখন্। তুই এখন বল দেখি কি ভেবেছিস্?

কুণাল। ভেবে দেখলাম, লতাকে বিয়ে করলেই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে।

রবীন। কিন্তু ওকে—

কুণাল। আরে তাতে কি! দেখতে আর তেমন কিছু খারাপ নয়। একটু মোটা এই যা।

রবীন। ওই হোল তোর একটু মোটা!

কুণাল। আরে ঠিক আছে

রবীন। আমার কিন্তু মনে হয়—

কুণাল। আর মনে হয়ে কি হবে? আবার এদিকে আর এক ফ্যাসাদ নিয়ে পড়েছি!

রবীন। ফ্যাসাদের কি হল আবার?

কুণাল। কাল তুই চলে যাওয়ার পর একটি ছেলে এসে আমার পাশে বস্‌ল। কার ছেলে, কার সংগে এসেছে কিছুই জানি না। যাব বলে উঠে দাঁড়িয়েছি—ছেলেটি বলে 'আমিও যাবো'—আমায় বলে কিনা 'বাবা'! সে কিছুতেই ছাড়বে না! কলকাতার ব্যাপার—জানিস তো? এক মিনিটেই ভিড় জমে গেল। তারা তো ক্ষেপেই লাল। যত বলি এ আমার ছেলে নয়—তারা ততই বলে 'এ আপনারই ছেলে'। সে এক

মহা বিপদ! তারপর উপায় না দেখে ছেলেটাকে নিয়েই পালিয়ে আসতে হোল।

রবীন। আশ্চর্য! চিনিস্ না, জানিস্ না, অথচ তোকে বলল 'বাবা'? ছেলেটি এখন কোথায়?

কুণাল। কাল রাতে আর কোথায় নিয়ে যাবো! মিলির ওখানে রেখে এসেছি। সেও কিছুতেই রাজী হয় না, অনেক করে বুঝিয়ে তবে রাজী করিয়েছি। আজ সকাল ৯টার আগেই নিয়ে আসব বলে কথা দিয়েছি। ভেবে ছাখ্ তো একটা উপায় বের করতে পারিস্ কিনা? আমার মাথায় already একটা মতলব এসেছে। অবশ্য তাতে কিছু টাকার দরকার! ওকে একটা children's home-এ দিয়ে দেবো। কেমন idea?

রবীন। তা মন্দ নয়—তবে সত্যি যদি তোরই ছেলে হয়—তা হ'লে শুধু শুধু—

কুণাল। আমার ছেলে মানে? (রেগে।)

রবীন। না—মানে ডুবে ডুবে এত জল খেলে ভরাডুবি যে একটা হ'বে তাতে আর সন্দেহ কি?

কুণাল। তুই কি বলতে চাস্?

রবীন। বলছিলাম—খেয়ালের বশে যদি কিছু অন্যায় করেই থাকিস্—

কুণাল। What? তুইও আমাকে অবিশ্বাস—

রবীন। আ—হা—হা, তুই অত চট্‌ছিস্ কেন? এ সব ব্যাপার লোকের কাছে প্রকাশ করতে লজ্জা হওয়া তো স্বাভাবিক? আমি তোর intimate friend, তাই বলছি ব্যাপারটা খুলে বল্, দেখি কিছু একটা করা যায় কি না?

কুণাল। Shut up! তোকে কিছু করতে হবে না। এখন তুই বেরো—

রবীন। আচ্ছা, তুই এমন করলে আমার কি উপায় হবে তা একবার ভেবেছিস্? শেষকালে কি বন্ধুবিচ্ছেদ—

কুণাল। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই হবে! তোমার জন্মে ভাববার আমার কোন দরকার নেই! তুমি যখন আমার বিপদে কোন—

রবীন। আমি তো সেই কথাই বলছি। আগে সত্যি কথাটা বলবি তবেই তো উপায় ভাববো?

কুণাল। **Again! Nonsence! Don't want your friendship.** বেরো—বেরো—বলছি—

রবীন। সত্যি বলছিস্?

কুণাল। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সত্যি বলছি।

রবীন। মেজাজটা আজ তোর ভাল নেই—আচ্ছা, কালই না হয় একবার আসব।

কুণাল। থাক্ আর আস্‌তে হবে না!

[রবীন চলে গেলো।]

যত সব বাস্কেল এসে চাপে আমার ঘাড়ে!

[মনোরমা এলো]

মনোরমা। কুণাল! তুই আবার মিলিদের বাড়ী যাওয়া আসা স্থুরু করেছিস?

কুণাল। কই, না তো?

মনোরমা। এই যে মিলি বল্লে?

কুণাল। মিলি বল্লে?

মনোরমা। হ্যাঁ—এক্ষুণি ফোন করেছিল। তোকে কি একটা জরুরী কাজের জন্মে ৯টার আগে যেতে বলেছে। ও যেভাবে বল্লে—তাতে ওর মেজাজটা ভাল বলে মনে হল না। কি ব্যাপার বলতো? ওর বিয়ে নিয়ে কোন গোলমাল বাধাসনি তো?

কুণাল। না—না—না, যত আজে বাজে ভাবনা তোমার মাথায় আসে। মানে—কাল ওর বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ করতে ডেকে পাঠিয়েছিল। আজও বোধ হয় তাই—

মনোরমা। ওর বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ করতে তোকে ডেকে পাঠিয়েছিল ? এত মিথ্যেও বলতে পারিস্ !

কুণাল। মিথ্যে ? তুমি যে আমাকে কি ভাব মা ?

মনোরমা। ভাববো না কেন ? তোর কি কোন মাথার ঠিক আছে ? বাড়ীতে একমুহূর্ত্তও থাকিস্ না। সংসারে কি হচ্ছে না হচ্ছে তারও খবর রাখিস্ না। বিয়ে করতে বল্‌লে—বলবি আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, ওকে নয় তাকে। এখন থেকে যদি বুঝে না চলিস্ তাহলে উনি চোখ বুঝলে বিষয়-আশয় সবই নয়ছয় হয়ে যাবে।

কুণাল। তুমি কিচ্ছু ভেবোনা মা! আমি সব ম্যানেজ করব। তোমার বিষয়-আশয়ের একটি কানাকড়িও এদিক ওদিক হতে দেবো না। (হঠাৎ মা-এর গা ঘেঁসে দাঁড়াল।) মা! মা, আমার খু—উ--উ—ব ভাল !

মনোরমা। কিরে তোর হল কি ?

কুণাল। মা, পাঁচশো টাকা দাওনা ? বড্ড দরকার।

মনোরমা। কাল উনি কি বলেছেন—এরই মধ্যে ভুলে গেলি ? জানতে পারলে তোর সংগে আমাকেও বাড়ী ছাড়া করবেন।

কুণাল। তোমার লুকানো পুঁজি থেকে দাও। কেউ জানতে পারবে না। Word of honour !

মনোরমা। কেন দেব ? তুই আমার কথা শুনিস্ ?

কুণাল। All right ! এবার থেকে তোমার কথায় আমি উঠব বসব।

ব্যস্, হলো তো? এবারে তাড়াতাড়ি টাকাটা দাও দেখি—বড্ড দরকার!

মনোরমা। বেশ! দিতে পারি যদি কথা দিস্ বিয়ে করবি?:

কুণাল। করব না মানে? আলবৎ করব! এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি—কালী, আল্লা, যীশু—in the name of all, আমি বিয়ে করব! আমি লতাকে বিয়ে করব। বাবাকে বলে দাও কালই পাকা কথা বলতে।

মনোরমা। টাকার জন্যে শেষ পর্যন্ত তুই লতাকে বিয়ে করবি?

কুণাল। না—না, টাকা-ফাকা নয়। সুন্দরী তো কতই দেখলাম! রূপ নিয়ে কি হবে মা, স্বভাবটাই বড়, লতা মেয়েটা শান্ত সরল। বৌ হিসেবে ও তোমাকে সুখী করতে পারবে মা! তা'ছাড়া পরিবারটাও তো দেখতে হবে?

মনোরমা। উঃ—আজ তোর হল কি? সব ভাল ভাল কথা বলতে শুরু করলি? বেশ, তবে তাই কর! আমি ওঁকে আজই বলব। বৌ পছন্দ, অপছন্দ ছেড়ে উনি তো এখন নাতির জন্যে ক্ষেপে উঠেছেন বেশী।

কুণাল। নাতির কথা জানি না—বিয়ের কথা তো দিলাম। এবার চটপট টাকাটা দিয়ে দাও মা।

মনোরমা। আচ্ছা, আচ্ছা, দিচ্ছি।

[মনোরমা চলে গেল।]

কুণাল। (আপন মনেই বলল।) যাক্ এবার একটা হিল্লে হোল। টমেটোকে Children's Home-এ-ই দিয়ে দেব।

[নিখিলেশ ঢুকল।]

নিখিলেশ। ছেলেটাকে শেষ পর্যন্ত Children's Home-এ দিয়ে দেওয়াই স্থির করলি? আমি বলছিলাম কি—

কুণাল। থাক্—আর বলতে হবে না। তোকে আবার এতদুর এসে উপদেশ দিতে কে বলেছিল ?

নিখিলেশ। তুই না হয় রাগ করে আমার উপদেশ না নিলি—আমিতো আর তোর মতো ছেলেমানুষী বুদ্ধি নিয়ে কাজ করি না ? শত হলেও আমি ব্যারিষ্টার ! আমার কথার একটা মূল্য আছে ? যাক্ সে কথা—এখন শোন্, আমি বলি কি সত্যিটা স্বীকার করে গোলমালটা মিটিয়ে ফেল্।

[মনোরমা এলো টাকা নিয়ে]

কুণাল। (মা'কে দেখে) হ্যাঁ—হ্যাঁ—তোর বিয়ের গোলমালটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটিয়ে ফেলাই ভাল।

মনোরমা। কিসের গোলমাল কুণাল ?

কুণাল। (ব্যস্ত হয়ে) ও কিছু নয় মা—ও কিছু নয়। ওর বিয়ে নিয়ে একটা গোলমাল চলছে কি না ? তাই এসেছে পরামর্শ করতে।

নিখিলেশ। (হতভম্ব হয়ে) আমার বিয়ে নিয়ে গোলমাল ?

কুণাল। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তোমার বিয়ে নিয়ে গোলমাল। মাথার তো ১২টা বাজিয়েছো দেখছি ? ডাক্তার বোস্ তোকে কতবার বারণ করেছে Brain work করতে—তা তো শুনবি না ?

নিখিলেশ। Dr. Bose !

কুণাল। আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ—Dr. Bose ! নাঃ, স্মরণ শক্তিটাও গ্যাছে দেখছি ! মা টাকাটা দাও তো শীগ্‌গির। ওকে এক্ষুণি ডাক্তার দেখান দরকার।

[মনোরমা টাকা দিল।]

মনোরমা। পাগল হয়ে গ্যাছে নাকি ?

কুণাল। পাগল হয়ে গ্যাছে মা, বদ্ধ পাগল !

মনোরমা। কবে থেকে এমন হোল ? কই আগে তো শুনিনি ?

কুণাল। শুনবে কি ? শোনবার কি আর সময় দিয়েছে ?

নিখিলেশ। পাগল ! আমি পাগল হয়ে গ্যাছি ? What are you talking ! তুমি কি ভেবেছ কুণাল ! আমাকে পাগল বানিয়ে—

কুণাল। আঃ—চেঁচামেচি কোরো না। এখন চলে এসো দেখি আমার সংগে—

[নিখিলেশকে একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে গেল কুণাল।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

মিলির ড্রয়িং রুম

[মিলির ড্রয়িং রুম—বেলা আন্দাজ আটটা। কৌচে বসে কথা বলছে মিলি ও মোক্ষদা। পাশে টিপয়ে চায়ের সরঞ্জাম—মোক্ষদা চা বানাচ্ছে—মিলি খবরের কাগজ পড়ছিল। এক সময় খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে—]

মিলি। আচ্ছা, তুমিই বল পিসি, সেই যে কুণাল এসে ছেলেটাকে Children's Home-এ দেবে বলে নিয়ে গেল তারপর একবার এসে দেখা করাও কি ওর উচিত ছিল না ?

মোক্ষদা। উচিত ছিল না আবার ! বিপদের সময় আশ্রয় দিলি—

মিলি। ছেলেটার কি ব্যবস্থা করল, আমাকে অন্ততঃ একটা খবরও তো দিতে পার তো ? কুণালটা এক নম্বরের স্বার্থপর ! কি বল পিসি, তাই না ?

মোক্ষদা। তা বৈকি ! তুই এ নিয়ে কম হাংগামা পোয়ালি ? আর ও নিজের কাজটুকু হাসিল করেই সরে পড়ল।

মিলি। তা পড়ুকগে—আচ্ছা, পিসি, কুণালটা অত্যন্ত বাজে, একেবারে অপদার্থ—তোমার কি মনে হয় ?

মোক্ষদা। আমি তো আগাগোড়াই তাই বলছি। তুই না ওকে দেখ্‌লে গলে জল হয়ে যাস্‌ ?

মিলি। আমার কি মনে হয় জানো ? ছেলেটাকে হয়ত Children's Home-এ দেয়নি, রাস্তায়ই ছেড়ে পালিয়েছে।

মোক্ষদা। তা ছাড়া আবার কি ? তাই তো করেছে।

মিলি। তাই তো করেছে ? তুমি জানলে কি করে ? কক্ষণো করেনি।

মোক্ষদা। (ভয় পেয়ে) কেন ? তুই নিজেও তো বল্লি ?

মিলি। আমি বলেছি 'হয়ত করেছে'—তুমি বল্লে 'তাই তো করেছে' —যেন নিজের চোখে দেখে এসেছো !

মোক্ষদা। তা না হয় একটু বেশীই বলেছি। তা বলে তুই অত চটছিস্‌ কেন ?

মিলি। ধুত্তোর ! চট্‌লাম কোথায় ? খামোখা কথা বলো না।

মোক্ষদা। না বাপু, তুই চটিস্‌ নি।

মিলি। তবে তাই বলো—(ধপ করে কৌচে বসল।)

[বীরেন এসে দরজার সামনে দাঁড়াল।]

বীরেন। কুণালবাবু কি এখানেই থাকেন ?

মিলি। What ! কুণালবাবু ? না—না, কুণালবাবু এখানে থাকেন না।

বীরেন। কিন্তু এটাই তো ৯ নম্বর রেণী পার্ক ?

মিলি। তা আমি কি বলেছি এটা ৯ নম্বর রেণী পার্ক নয় ?

বীরেন। না—তা ঠিক নয়—মানে তা হলে তো কুণালবাবুর এখানেই থাকবার কথা ?

মিলি। আচ্ছা লোক ত মশাই আপনি ? আমি এখানে থাকি—আমি বলছি কুণালবাবু এখানে থাকেন না, আপনি তবুও বলছেন 'কুণালবাবু এখানেই থাকেন' ? আপনি নিশ্চয়ই ঠিকানা ভুল করেছেন।

বীরেন। ঠিকানা ভুল হবে কি করে ? এই দেখুন না—লেখা রয়েছে Mr. Kunal Sen. C/o. Miss Milly Roy, No. 9, Reny Park.

মিলি। কই দেখি ! (কাগজটা দেখে) তাই তো ! এ ঠিকানা আপনি কোথায় পেলেন ? কুণালবাবুকেই বা কি দরকার ?

বীরেন। তা হলে আপনিই তো Miss Roy ? নমস্কার !

মিলি। হ্যাঁ—আপনার কি দরকার বলুন তো ?

বীরেন। দরকার আমার তেমন কিছু নেই। কুণালবাবু তার ছেলেকে Children's Home-এ ভর্তি করেছিলেন। তা যা একগুঁয়ে আর জেদী ছেলে ! ওকে কিছুতেই ওখানে রাখা গেল না।

মিলি। এত বড় একটা Children's Home কি করে চালান বলুন তো ? একটা বাচ্চা ছেলেকে ভুলিয়ে রাখতে পারেন না ? Hopeless !

বীরেন। বাচ্চা ছেলে বলেই তো যত মুস্কিল ! বড হলে তো—

মিলি। থাক্ খুব হয়েছে ! যাকে দিতে এসেছিলেন সে কোথায় ?

বীরেন। আজ্ঞে মোটরে বসে আছে। আমি এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[বীরেন চলে গেল।]

মিলি। (ধপ্ করে কোচে বসে পড়ল।) ওঃ—কী সাংঘাতিক লোক এই কুণাল ! শেষকালে আমার ঠিকানাটা দিয়েছে ? Brute !

আসুক আজ ও! এমন কড়া করে শুনিয়ে দেব যেন বাছাধন টের পায়।

[টমেটো 'মা' 'মা' বলে দৌড়ে এসে মিলিকে জড়িয়ে ধরল।]

টমেটো। মা! মা!

মিলি। ফের মা মা করে চেঁচাচ্ছিস্?

টমেটো। হ্যাঁ—চেঁচাবো তো!

মিলি। না—চেঁচাবে না। সেদিন চেঁচামেচি করে আমাকে তুমি পাগল করে তুলেছিলে!

[পিসি এসে ঘরে ঢুকল।]

মোক্ষদা। ও মা! এ আবার কোত্থেকে উদয় হল?

মিলি। উদয় হয়নি—আকাশ থেকে পড়েছে! তোমার ঐ কুণাল একে Children's Home-এ দিয়েছিল। তারা এই জেদী ছেলেকে রাখতে না পেরে দিয়ে গেল।

মোক্ষদা। দিয়ে গেল তো এখানে কেন?

মিলি। তা কোথায় দেবে? ঠিকানাটা যে উনি আবার এখানকার দিয়েছিলেন। কম চালাক তোমার এই কুণাল!

মোক্ষদা। আমার কুণাল! (অবাক হয়ে।)

মিলি। তবে কি আমার?

মোক্ষদা। আমি কি তাই বলেছি?

মিলি। তাই তো বল্লে।

মোক্ষদা। তা হলে তাই বলেছি। কাজ নেই বাপু চটিয়ে—

মিলি। মনে থাকে যেন, এমন অযথা আমাকে চটিও না। আচ্ছা পিসি, আমার তো মনে হয় এ কুণালেরই ছেলে, তা

নইলে অমন তঁ্যাদড় কখনও হতে পারে না। তোমার কি মনে হয় ?

মোক্ষদা। তাছাড়া আবার কি ?

মিলি। তা ছাড়া আবার কি ? কক্ষণো না, এ কুণালের ছেলে হতেই পারে না।

মোক্ষদা। এই ত্তাখো, তুইও ত বল্‌লি ?

মিলি। আমি বল্‌লাম বলে তুমিও বলবে ?

মোক্ষদা। ঘাট হয়েছে, বলব না !

মিলি। হঁ্যা—তাই।

[মোক্ষদা বসল।]

আবার বসলে কেন ?

মোক্ষদা। একটু বসতেও দিবি না ?

মিলি। আমি আবার কখন তোমায় বসতে বারণ করলাম ? আমি বলছিলাম ওকে একটু কিছু খাইয়ে দাও। ওদের তো কিছুই বিশ্বাস নেই। হয়ত না খাইয়েই রেখে দিয়েছে ! দেখ্‌ছ না মুখটা কেমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে ? টমেটো, আয় তো আমার কাছে। তোর খিদে পেয়েছে ?

টমেটো। হুঁ।

মিলি। দেখলে তো ঠিক বলেছি কি না ? কি চুপ করে রইলে যে ?

মোক্ষদা। তা কি বলব ? বললেই তো চটে যাস্‌।

মিলি। তুমিও যেমন—আমি কি সত্যি সত্যিই চটি ?

মোক্ষদা। কি জানি বাপু অত শত বুঝি না।

[মোক্ষদা চলে গেল।]

টমেটো। তুমি ভাল না ! বাবার কাছে যাব।

মিলি। ফের চেঁচাবে তো এক চড় কসে দেব গালে।

টমেটো। না মারবে না! আমি যাব—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

[কাঁদতে লাগল।]

মিলি। উঃ—কি ক্ষুদে বিচ্ছুরে বাবা! যাবি—যাবি। জ্বালিয়ে খেলে! (হাত ঘড়ি দেখল।) আর ৫ মিনিটের মধ্যে কুণাল না এলে আমি নিজেই তোকে রেখে আসবো ওদের বাড়ী। এ্যাঃ—আর মিনিট কুড়ির মধ্যে মন্টির এসে পড়বার কথা। একটু আগে এসে পড়লে যে কি করব? স্থাখ টমেটো, তোর বাবা আসবার আগে যদি কেউ এসে পড়ে, আর জিজ্ঞেস করে 'তুমি কোথায় থাক', তা হলে বলিস্ পাশের বাড়ী—কেমন?

টমেটো। না বলব না।

[চকলেটমাখা হাত দিয়ে মিলির মুখ ঠেলে দিল।]

[ঘরে এসে ঢুকল ২৫।২৬ বছরের একটি যুবক। পরিধানে সাহেবী পোষাক, চোখে রিমলেস চশমা, মুখে সূক্ষ্ম গোঁফের রেখাটি খুব সাবধানে কামানো, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।]

মিলি। (টমেটোকে) বলবি!

[মন্টির উপস্থিতি তখনও টের পায়নি মিলি।]

টমেটো। বলবো না।

মিলি। বলবি—বলবি!

টমেটো। না।

মন্টি। গালে কি সব মেখে বাচ্চা ছেলের সংগে গলার পাল্লা দিচ্ছ? ব্যাপার কি?

মিলি। (চমকে) এঁ্যা—না—না এ কিছু না। তুমি এসো, পাশের ঘরে বসবে চল।

মন্টি। পাশের ঘরে কেন? একটু আগে এসে পড়ে তোমার ভারী বিব্রত করলাম বলে মনে হচ্ছে? এ ছেলেটি কে?

টমেটো। বাবার কাছে যাব।

মন্টি। 'বাবার কাছে যাবঁ'? কার ছেলে? তুমিই বা অমন করছ কেন? খোকা কোথায় থাক তুমি? তোমার বাবার নাম কি?

মিলি। টমেটো, এদিকে আয়।

টমেটো। মা! —

মন্টি। মা!! কে এই ছেলে? (কঠোর কণ্ঠে।)

মিলি। আমি চিনি না।

মন্টি। তোমাকে মা বলছে, তুমি চেনো না মানে?

মিলি। না—না, আমি চিনি না। সেদিন সন্ধ্যায় একটা রাতের আশ্রয় দেবার জন্যে কুণাল এসে জোর করে রেখে গিয়েছিল। এর বেশী আর কিছু জানি না।

মন্টি। কুণাল! কুণাল আবার যাওয়া আসা সুরু করেছে? তোমার বাবার নাম কি খোকা?

টমেটো। কুণাল সেন দি গ্রেট।

মন্টি। অঃ—দি গ্রেটের পুত্র তুমি? বাঃ—বেশ বেশ, বাবা, মা, হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[জোরে জোরে হাসতে লাগল।]

মিলি। কিছু না জেনে অমন হাঃ—হাঃ করে হাসবে না বলছি। আগে আমার কাছে শোন ঘটনাটা কি?

মন্টি। যা শুনেছি, যা দেখেছি এর পর আর শোনাশুনির কি থাকতে পারে? কুণালের ওপর তোমার weakness আজও আছে আমি জানতাম, কিন্তু তার ছেলে নিয়ে আমাকে—

মিলি। এর পর আর একটি কথাও উচ্চারণ করবে না বলছি। যে বিশ্বাস করে না, তার সংগে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি।

মন্টি। ওঃ—পুরানো সম্পর্কটাই নতুন করে ঝালিয়ে নেবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে তা হলে? (শ্লেষের ভাব নিয়ে বলল।)

মিলি। হয়নি। তবে এটাও জেনে যাও—হলে ঠকেছি বলে মনে করবো না।

মন্টি। বেশ! তাই জেনে গেলাম।

[জ্বলন্ত সিগারেটের ছোট্ট টুকরোটা মেঝেতে ফেলে দিল মন্টি। 'শু' দিয়ে ঘষে ঘষে নিবিয়ে দিল তার আগুনটুকু, তারপর চলে গেলো বেগে।]

মিলি। (পায়চারি করতে করতে) Rubish! Rubish! All right! পিসি! পিসি!

[ডাক শুনে পিসি এল।]

(পিসিকে) মন্টি এসে সন্দেহ করে জঘন্য কথা বলেছিল সব। ওর সংগে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি। যে বিশ্বাস করে না তাকে তাড়িয়ে দিয়ে ভাল করিনি?

মোক্ষদা। হ্যাঁ—তা এমন হলে ভালই করেছিস্।

মিলি। ভালই করেছি? কিছু না ভেবে বলে বস্‌লে? কেন? ভাল করেছি কেন?

পিসি। না—বলছিলাম, তোর এত বুদ্ধি, তুই যা করেছিস্ নিশ্চয়ই ভাল বুঝেই করেছিস্।

মিলি। হুঁঃ—রাগের মাথায় ভাল বোঝবার মত বুদ্ধি যেন লোকের থাকে? তুমিও যেমন!

[পিসি চলে গেল এবং একটু পরেই বাইরের দরজা দিয়ে কুণাল এসে ঘরে ঢুকল।]

টমেটো। ওই যে বাবা এসেছে !

মিলি। ওই যে এসেছেন দি গ্রেট ! যাও—এক্ষুণি নিয়ে যাও তোমার ছেলেকে। ছেলে তো নয়—ক্ষুদে বিচ্ছু ! বললাম, বলিস্ 'পাশের বাড়ীতেই থাকি'। যাক, নিয়ে যাও—নিয়ে যাও তোমার ছেলেকে।

কুণাল। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, এক্ষুণি নিয়ে যাচ্ছি। আয়, আয়, টমেটো—চলে আয় শীগ্‌গির।

মিলি। এখন আর শীগ্‌গির করে কি হবে ? সব রকমে আমার মুখ হাসালে। কেলেংকারীর আর বাকী রইল কি ?

কুণাল। আচ্ছা, তাহলে—

মিলি। তড়বড় করে নিয়ে তো চল্‌লে—এরপর কোথায় রাখবে শুনি ?

কুণাল। দেখি কি করা যায়।

মিলি। হ্যাঁ—হ্যা, তাই দেখোগে, আমার কি ? যা খুসী তাই করগে।

[মিলির অফিসের বন্ধু কেদার এসে ঢুকল—পরনে ধুতী পাঞ্জাবী, মুখে হাসি হাসি ভাব।]

মিলি। (কেদারকে দেখে) আপনি !

কেদার। ক্যান্, আমাগো আইতে নাই বুঝি ?

মিলি। না—না—তা কেন ? বড একটা আসেন না কি না ? তাই, বসুন।

কেদার। ওঃ—এই কথা, আমি ভাব্‌লাম কি অপরাধই না জানি কইরা ফালাইলাম।

মিলি। না—না। এতদিন পরে এলেন নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য—

কেদার। ইস্—মিলি দেবী, একেবারে ভুল বোজ্জেন তো ? এক আফিসে কাজ-কম্ম করি, ভাবলাম মিলামিশা—মানে বেশ ভাব-সাব কইরা থাকনটাই ভাল। ঠেকা-ব্যাঠেকার

কথা তো আর কওন যায় না? (কুণালকে) এ বিষয়ে দাদার কি Opinion? আরে! দাদারে যেন চিনি চিনি মনে হয়? দাদায়ই তো! এখানে কি মনে কইরা? পোলাটারে তাঅইলে ফালান নাই? সুবুদ্ধি অইছে তাইলে?

কুণাল। আপনি!

কেদার। হায়রে কপাল আমার! এর মধ্যেই সব গুইল্লা খাইয়েছেন? ক্যান্ ঐ যে লেকে? কত মজা করলেন! নিজে বাপ্ না অইলেও বাপ্ মশায় অনেক দেখছি কিন্তু আপনের মত এমন 1957 মার্কা বাপ্ আর দুইটা দেখি নাই!

কুণাল। কি যা তা বলছেন আপনি?

কেদার। না যা তা কইবো না! উনি যা তা কইরা বেড়াইবেন, আর ওনারে আমরা কৃষ্ণ কলি শুনাইমু।

কুণাল। Shut up! Bloody fool! আচ্ছা মিলি, আমি তা'হলে চলি। আয় টমেটো—

[কুণাল টমেটোকে নিয়ে চলে গেল।]

কেদার। অঃ – আমার সাহেব গো! কত ফট্‌ফটানিই দেখলাম!

মিলি। কি ব্যাপার বলুন তো?

কেদার। বলুন টলুন তো পরে অইবো। এই আমি আপনেরে কইতাছি —এই হগল লোক ঘরে ঢুকাইতেছেন কি মরছেন!

মিলি। মানে?

কেদার। মানে খুব সোজা।

মিলি। কি রকম?

কেদার। কি রকম? এই জলের মত আর কি! As like as water.

মিলি। এই সহজ সত্য ব্যাপারটা প্রকাশ করতে আপনার নিশ্চয়ই কোন আপত্তি নেই ?

কেদার। আপত্তি ! মানে objection ? আপনেরে কইতে ? কি যে কয়ন মিলিদেবী—আমার সেই Mentality-ই না।

মিলি। আপনার Mentality সম্বন্ধে আমি এদ্দিন ভুল ধারণা পোষণ করেছি বলুন ?

কেদার। ভুল ! এরে আপনে ভুল কয়েন ? Blunder ! মিলিদেবী, Blunder ! এতদিন আপনে Blunder পোষণ করছেন।

মিলি। আপনি একটু বসুন, আমি এক্ষুণিই আস্‌ছি।

কেদার। আসেন গিয়া। দেইখ্যান আবার কইর‍্যাননা কইলাম।

[ঘরে এসে ঢুকল কবি অমিতাভ। হাতে কবিতার খাতা, পরনে শান্তিপুরী মিহিপাড় ধুতী, মট্‌কার পাঞ্জাবী, কাঁধে কাশ্মীরি শাল ও পায়ে রংগিন স্লিপার। কবিতার ছন্দের মত তার চুলও ছন্দ জাগিয়েছে ঘাড়ের চার পাশে। চোখে মুখে একটা আলা-ভোলা ভাব।]

অমি। মিলিদেবী আছেন ? (মিষ্টি হেসে)

কেদার। ওঃ—আপ্‌নে আমাগো মিলিদেবীর কাছে আইছেন ? কি দরকার আপ্‌নের ?

অমি। প্রয়োজন ? সে যে বহু, সে যে অনেক ! আমি যে একদিন তার—

কেদার। কয়েন ? থাম্‌লেন ক্যান্‌ ? লজ্জা কি ?

অমি। তিনি আছেন কি ?
শি.

কেদার। আছেন।

আ... আছেন ! আঃ—বাঁচলাম। দীর্ঘদিন পরে কত রংগিন আশা
এসেছি, আজ দেবীর সাক্ষাতে—
বেশ

কেদার। কম্ম সারছো! খালি হাতে আসো নাই? আবার রংগিন আশা লইয়াও আইছ?

অমি। আচ্ছা, মিলিদেবী সত্যি আছেন তো?

কেদার। দাদার কি কানে শিপলা দিছেন? বারে বারে কইতাছি আছেন. কানে যায় না বুঝি?

অমি। বেশ, বেশ, কোথায় তিনি? আমি যে তাকে দেখব বলে সুদীর্ঘ দুক্রোশ পথ ছুটে এসেছি?

কেদার। ক্যান্ তার নতুন রূপ গজাইছে বুঝি?

অমি। রূপ! হ্যাঁ—হ্যাঁ, রূপই বটে।

সেই রূপ ধিকি ধিকি অগ্নি সম
মোর সুকোমল হৃদয়রে,
দগ্ধিয়াছে বার বার শতবার
আপনার নিষ্ঠুর পরশে।

কেদার। ঐ আগুন যখন দাউ দাউ কইরা জ্বইলা উঠব, তখন বোঝবা ঠ্যালা।

অমি। বলুন, তখন কি হবে?

কেদার। কি অইব? তুমি পুইড়া ছাই অইবা, আর কি অইব! যাউক্, অনেক আবোল-তাবোল বকছ, এখন যাও তো সোনা, ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাও। এইখানে খাড়ইয়া খাড়ইয়া বাজে প্যাচাল না পাইড়া লেকে যাও, কাম অইব।

অমি। লেকে কেন? লেকে গেলে কি পাব তেমনি শান্তি? তেমনি আনন্দ?

কেদার। আনন্দ? আনন্দের এখনও দেখছো কি? পিঠে যখন পড়বো তখন বোঝবা আনন্দ কারে কয়? লক্ষ্মী, সোনা, মানিক আমার এখন যাও।

অমি। যাব! কোথায় যাব? আমি যে এসেছি তাকে শোনাতে আমার মর্মবাণী। আমার জীবনের সমস্ত সাধনা দিয়ে রচনা করেছি এই কবিতা!

কেদার। (জনান্তিকে) ওঃ—কবিতা! সারছে! একবার কবিতা শুনাইতে আরম্ভ করলে আর তো উপায় থাকবো না? আইলাম সময় বুইজ্জা সুখ-দুঃখের কথা কইতে, তা আইয়া জুটল এক ফ্যাকড়া? এখন এই আপদটারে খেদাই কেম্‌নে?

অমি। একি! আপনি নিরব হয়ে রইলেন কেন?

কেদার। নিরব! নিরবের এখনও অইছে কি? এরপর যখন কলরব সুরু অইব, তখন বোঝবা নিরব অইয়া আছি ক্যান্‌?

অমি। মানে! আপনার কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না! ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন দয়া করে?

কেদার। ব্যাপার! ব্যাপার শুনলে আর এমন কইরা কোচা ধইরা খাড়ইয়া থাকতে অইব না, মালকোঁচা মাইরা দৌড়াইতে অইব!

অমি। এঁ্যা—কি সে ভয়ংকর ব্যাপার? যত নিষ্ঠুরই হোক না কেন আমি তা সইতে পারবো। আপনি বলুন?

কেদার। শোনবা? নেহাত আমার মুখেই শুনতে চাও তাইলে? শোন! তুমিই তো সেই কবি যে মিলি দেবীরে দেখলে ভাবে গদ গদ অইয়া ২০।২৫ পাতা কবিতা লেইখা ফালাও?

অমি। হ্যাঁ, আমি কবি। কিন্তু তাতে হয়েছে কি?

কেদার। না অইব আর কি! তোমার সামান্য পূজার আয়োজন হইছে। তোমারে অভ্যর্থনা করনের লেইগাই তো আমারে এইখানে বসাইয়া রাখ্‌ছে। এইবার তাইলে আমি

দারোয়ানটারে ডাকি, সে আইসা বাকী বন্দোবস্তটা কইরা ফালাক!

অমি। মানে! কি যা তা বকছেন? আপনি কে?

কেদার। যা তা বকতে আছি! ন্যাখো ভদ্রলোক বইলা এত কথা তোমারে কইলাম, তা না অইলে আমার উপুর হুকুম অইছে তুমি আইলেই দারোয়ান ডাইকা তোমারে ওই পাশের ঘরে বন্ধ করতে। তারপর মিলিদেবীর বাবায় আইয়া ঝাড়ফুঁক কইরা তোমার ঘাড়ের থেইকা কবিতার ভূত লামাইব!

অমি। না—না—এ হতে পারে না! এ আপনি কি বলছেন?

কেদার। বেশ, আমি তাইলে দারোয়ানটারে ডাকি (যাবার জন্য পা বাড়াল।) ভাবলাম ভদ্রলোকের পোলা একটা চান্স দেইখন্ যাক্, তা তোমার যা রোগ তাতে দাওয়াই না অইলে চলব না! মিলির বাবায় সব টের পাইছে! আর রক্ষা নাই—বোঝ্লা সোনার চাঁদ! বাঁচতে চাওতো এখনও সইরা পড়—এই কিন্তু last chance!

অমি। মিলিদেবীর বাবা এসেছেন? কই আমি তো শুনিনি?

কেদার। শোনবা কেম্‌নে—তোমার কি আর কান আছে?

অমি। আচ্ছা মিলির বাবা আমার কথা কি করে জানলেন?

কেদার। অত কবিতা লেখ্‌লে কি আর কোন কথা গোপন থাকে? মিলির কাছে তোমার লেখা কবিতা পাওয়া গেছে!

অমি। সর্বনাশ! কিন্তু আমিতো তাকে আমার লেখা কবিতা দেইনি?

কেদার। বাজে কথায় কাম নাই—আমি তাইলে দারোয়ানটারে ডাকি—

[কিছুদূর এগিয়ে গেল।]

অমি। শুনুন! শুনুন! আচ্ছা—আপনি এত খবর জানলেন কি করে? আপনি মিলিদেবীর কে?

কেদার। অত খবরে তোমার দরকারটা কি? আমারে দেইখা বুঝতে পারতে আছ না। আমি মিলিদেবীর কে?

অমি। ওঃ—হ্যাঁ—তাইতো! কি ভুল! আপনি নিশ্চয়ই—

কেদার। (খুসীর ভাব নিয়ে) কও—কও—থাম্‌লা ক্যান্? কও আমি মিলির কে?

[বল্‌তে বল্‌তে অমিতাভের একেবারে কাছে এগিয়ে এল।]

অমি। (এক পা—এক পা করে পেছু হটে।) আপনি—আপনি—মিলিদেবীর কাকা!

কেদার। কি? কি কইলা—কাকা! তবেরে হালার ভূত! দেখাই তোমারে মজা—

[কেদার আস্তিন গুটিয়ে ফেলল।]

অমি। না—না—এই আমি যাচ্ছি। মর্মবাণী মর্মে নিয়েই আজ আমি ফিরে যাচ্ছি! আচ্ছা, আসি তবে!

[অমিতাভ চলে গেল।]

কেদার। (স্বগত:) উঃ! লড়তে আর চায় না? ভাগ্যিস এর মধ্যে মিলিদেবী আসে নাই—তাঅইলে তো কম্ম সারছিল আর কি! এই যে মিলিদেবী—আসেন—আসেন—

[মিলি এসে ঢুকল।]

মিলি। এতক্ষণ কার সংগে কথা বলছিলেন কেদারবাবু?

কেদার। কথা! ওঃ—হ্যাঁ। একটি ভিক্ষুকের লগে কথা কইতে আছিলাম। আমারে একেবারে জ্বালাইয়া খাইছে আছিল। দিছি ব্যাটারে খ্যাদাইয়া!

মিলি। আমার আস্‌তে একটু দেরী হয়ে গেল কেদার বাবু মনে কিছু করবেন না যেন।

কেদার। অইছে অইছে দেরী হের লেইগা কি অইছে।

মিলি। আচ্ছা কেদারবাবু, ঐ বাচ্চা ছেলেটা সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন ?

কেদার। আপনি কি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না ?

মিলি। না।

কেদার। আপনি তাইলে এই বিষয়ে একেবারেই ignorant. একটা কথা আপনারে কইমু কইমু ভাবতে আছি।

মিলি। বলুন।

কেদার। এই মানে—আমাগো দাদার কথাই। তিনি কদ্দিন ধইরা এইখানে যায়েন আসেন ?

মিলি। সে কথা শুনে আপনার লাভ ?

কেদার। লাভ ? মানে—আমার ? আপনে কিন্তু আমারে আবারো ভুল বোজলেন মিলি দেবী। দাদার মানে—ইটা বেশী ভাল না। নিজের পোলারে গেছিলো লেকে ফালাইয়া আইতে। ভাগ্যে আমি আছিলাম সেইখানে। ব্যাপারটা মানে — বোজলেন তো ?

মিলি। হুঁ।

কেদার। এর লেইগাই কইলাম আপনেরে।

মিলি। সেই পরামর্শ আপনার কাছ থেকে নিতে হবে না কেদারবাবু।

কেদার। এই ছাথ কইলাম ভালো কথা আর আপনে ওঠলেন ছ্যান ছ্যান কইরা।

মিলি। আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে। Kindly আপনি এখন আসুন ?

কেদার। মাথা ধরছে ? তা চলেন না সিনেমায় যাই ? মনটাও ভাল লাগবো, মাথা ধরাটাও কমবো থনে।

মিলি। আপনার সখ থাকে আপনি যান না কেদার বাবু।

কেদার। আপনেও চলেন না—দুইজনে বেশ মিলামিশা গল্প করতে করতে যামুখনে ? সত্যি মিলি দেবী, মাইয়া অনেক দেখছি কিন্তু আপনের মত এমন forward মাইয়া—

[মিলির চোখে রাগত ভাব দেখে কেদার হঠাৎ থেমে গেল।]

মিলি। আমি forward কি backward সে বিচার আপনাকে করতে হবে না। আপনি এখন যান please—please

কেদার এই যাই—মানে—একটা কথা আছেল।

মিলি। আবার কি কথা ?

কেদার। কি কথা ? এই কথার কথা আর কি ! কইমু। আবার মনে কিছু করবেন না তো ? মানে আপনেরে যে আমি কত—ইয়ে করি— সেই কথা আমি মুখে বুজাইয়া কইতে পারমু না।

মিলি। What ? get out, get out, noncence. ভবিষ্যতে এবাড়ী কখনো আসবেন না।

কেদার। আপনি চেইতা গ্যাছেন কিন্তু আমার কথাটা—

মিলি। আপনি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছেন ? All right. পিসী—পিসী—

কেদার। এই ছ্যাথ আবার পিসী ক্যান্ ? আপনে আর আমিই তো আছিলাম ভালো। তাইলে আউজ্‌গা যাই পরে আইসা সব বুজ্জাইয়া কমু অনে এঁ্যা—

[কেদার চলে গেল]

সপ্তম দৃশ্য

কুণালের শোবার ঘর

[কুণাল শুয়ে উস্‌খুস্‌ করছে। একটু পরে উঠে বসল।]

কুণাল। নাঃ ঘুম আর আসবে না ছাই। ছেলেটাকে ঘুমন্ত অবস্থায় গংগার ধারে ফেলে এসে কি ভাল করেছি? সবচেয়ে ভুল হয়েছে টাকাশুদ্ধ মানিব্যাগটা ওর পকেটে রেখে আসা। কোন গুণ্ডার হাতে পড়ে কি ঘটবে কে জানে?

[বাইরে মোটরের হর্ণের আওয়াজ হল।]

তবে কি টমেটোর কিছু ঘটল নাকি?

[কুণাল গিয়ে দরজা খুলে দিল। ঢুকল টমেটো ও পরেশবাবু।]

টমেটো। (ছুটে এসে) বাবা! বাবা!

পরেশ। ওখানে কি করে গেল একা? আমি শেষ রাতে গংগাস্নানে যাই—তাই না?

কুণাল। (মুখে আঙুল দিয়ে) চুপ্, আর একটি কথাও না বলে এবার যান তো দেখি?

পরেশ। বারে মশাই! হারানো ছেলে ফিরিয়ে এনে দিলাম। উপকার করতে এসে কিনা—

কুণাল। মহা উপকার করেছেন। ধন্যবাদ! এখন যেতে পারেন।

পরেশ। আচ্ছা লোক তো মশাই আপনি! কোথায় ছেলে ফেরত পেলে লোকে—

কুণাল। আঃ, বলছি চেঁচাবেন না। আপনার ভালর জন্যেই বলছি। এর ভেতর অনেক গোলমাল রয়েছে; খামকা জড়িয়ে পড়ে থানা পুলিশ করবেন শেষে।

পরেশ। কি সর্বনাশ! থানা পুলিশ! না—না মশাই, ওসবের মধ্যে আমি নেই! দরকার নেই আমার উপকার করে।

[পরেশবাবু চলে গেল।]

কুণাল। চলে এসো। আমার হাতে থাকতে কি আর তুমি গুণ্ডার হাতে পড়বে? খামকা ভেবে ভেবে রাত জেগেছি। এখন পা টিপে টিপে চলে এসো তো বাছাধন। টুঁশব্দটি করো না। দাঁড়াও!

[টমেটোর জামা জুতো খুলে দিল।]

এবার শুয়ে পড়তো। (টমেটো শুয়ে পড়ল) ভাগ্যিস্ হর্ণের আওয়াজে বাবা মা উঠে পড়েনি? রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্।

[ভৃত্য চা নিয়ে এল।]

ভৃত্য। (স্বগতঃ) দাদাবাবু এখনও ঘুমুচ্ছে দেখি! ওমা! পাশে আবার একটি ছেলে যে!

[মনোরমা এলো।]

মনো। কিরে, দাদাবাবু চা খেলনা?

ভৃত্য। দাদাবাবু এখনও ঘুমুচ্ছে মা, তাই আর ডাকলাম না।

মনো। বেশ তো আয়। একটু পরে দিস্।

[মনোরমা যাবার জন্যে পা বাড়াল।]

ভৃত্য। দাদাবাবুর পাশে কে একটি ছোট ছেলে শুয়ে আছে।

মনো। (বিস্মিত হয়ে) ছোট ছেলে শুয়ে আছে? কই দেখিতো।

[মনোরমা কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগল। ঠিক সেই সময় খবরের কাগজ হাতে সেখানে এলেন শিবনাথ। শিবনাথকে আসতে দেখে ভৃত্য চলে গেল।]

শিবনাথ। কইগো—আমার দুধ হ'ল?

মনো। এই দিচ্ছি।

শিব। তা—ওখানে অমন করে দেখছ কি?

মনো। কুণালের পাশে একটি ছোট ছেলে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

শিব। ছোট ছেলে? কে?

মনো। ঘুম থেকে না উঠলে কি করে জানব? কোন বন্ধু-বান্ধবের হবে হয়ত? ছোট ছেলেপুলে সইতেই পারত না—বিয়ের মতলব মাথায় আসতেই মতিগতি ফিরল নাকি?

শিব। কে জানে? হ্যাঁ—ভালো কথা—অম্বিকাবাবু, মানে লতার কাকা একটু পরেই আসবেন কথাবার্তা বলতে। তাঁর আদর আপ্যায়নের—

মনো। সে তোমার দেখতে হবে না। আমি দেখি তোমার দুধ হোল কিনা?

[মনোরমা চলে গেল এবং শিবনাথও তাঁকে অনুসরণ করল। একটু পরেই কুণাল হাই তুলে উঠে বসল।]

কুণাল। টমেটো, এই টমেটো, ওঠ্—ওঠ্—

[টমেটো আস্তে আস্তে উঠে বসল।]

চুপটি করে এখানে বসে থাক্—আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কোথায়ও যাবি না—বুঝলি? আমি চট্ করে স্নানটা সেরে আসছি।

[কুণাল চলে গেল। একটু পরে আবার মনোরমা এল।]

মনো। এই তো ছেলেটি! কোথায় থাক তুমি? কি নাম তোমার খোকা?

টমেটো। টমেটো।

মনো। বাঃ বেশ মজার নামতো! তোমার বাবার নাম কি?

টমেটো। কুণাল সেন দি গ্রেট।

মনো। এঁ্যা! ওগো শুনছ ছেলে কি বলছে!

[শিবনাথ এলেন ব্যস্তভাবে।]

শিব। কি হোল?

মনো। ও বলছে ওর বাবার নাম নাকি কুণাল সেন!

শিব। এঁ্যা সেকি!

মনো। হ্যাঁ—তাইতো বলছে।

শিব। খোকা, তুমি যার সংগে শুয়েছিলে তিনি তোমার কে হন্?

টমেটো। বাবা।

শিব। বাবা! (হাত থেকে কাগজটা পড়ে গেল।)

মনো। বাবা! তোমার বাবা?

টমেটো। হুঁ।

শিব। নাও ছেলের বজ্জাতির জন্যে মুঠো মুঠো টাকা যোগানোর ফল সামলাও। কোথায় কি কেলেংকারী করে বসে আছে তার কি কিছু ঠিক আছে?

[উত্তেজিতভাবে।]

বিয়ে করেছে কি করেনি, এ ছেলে এ্যাদ্দিন কোথায় কার কাছে ছিলো—ছি ছি ছি, কি লজ্জা!

মনো। (টমেটোর চিবুক ধরে।)
দেখ দেখ মুখের নীচের দিকটায় কিন্তু আমার সংগে খুব মিল।

শিব। হ্যাঁ—এখন বসে বসে তুমি চেহারার মিল খোঁজ, আমার মাথায় জ্বলছে আগুন।

[টমেটোর কাছে এসে।]

হুঁ—বুদ্ধিও নেই চোখও নেই। চিবুক আর চোখ দু'টো তো একেবারে আমার পেয়েছে।

মনো। তোমার না হাতী!

[অম্বিকাবাবুর প্রবেশ।]

শিব। আসুন, আসুন অম্বিকাবাবু। খোকা, তুমি একটু ভেতরে যাও তো।

অম্বিকা। না, না, থাক্ না। বাঃ সুন্দর ছেলেটি তো! কার ছেলে? কার ছেলে?

[মনোরমা ও শিবনাথ হাব-ভাবে অস্বস্তি প্রকাশ করছিল]

শিব। মানে—এই পাশের বাড়ীর।

অম্বিকা। এসো তো খোকা এদিকে—কি নাম তোমার?

টমেটো। টমেটো।

অম্বিকা। অদ্ভুত নামতো তোমার? (আদর করে।) তোমার বাবার নাম কি?

টমেটো। কুণাল সেন।

অম্বিকা। কুণাল সেন। কোন্ কুণাল সেন?

[ঠিক সেই সময় টমেটোকে খুঁজতে খুঁজতে কুণাল এসে সেখানে হাজির হল।]

টমেটো। ঐ যে বাবা।

অম্বিকা। (রেগে গিয়ে।) আপনার ছেলেকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দিচ্ছেন সেটা আমাকে জানানো উচিত ছিল। আপনার মত মানী লোকের এ তঞ্চকতা শোভা পায় না। আচ্ছা, আসি—নমস্কার!

[অম্বিকাবাবু রেগে চলে গেলেন]

শিব। কি, বাপকে অপমান করবার বাসনা পূর্ণ হয়েছে? স্কাউনড্রেল! (কুণালকে) আমি আগেই বলেছি এ ছেলে তোমার বংশের নাম ডোবাবে। (মনোরমাকে)

মনো। (কুণালের কাছে এসে) এখন বলত সব ঘটনা খুলে ?

কুণাল। কি আর বলব। ও ছেলে আমার নয়।

শিবনাথ। (ধমকে) ফের মিথ্যে কথা! বেরো, বেরো, বাড়ী থেকে।

কুণাল। আমার কথাটা শুমুন।

মনো। ওকি বল্‌তে চায় শোনই না?

শিব। এক ঝুড়ি মিথ্যে শুনে লাভ কি ?

মনো। তোর যদি ছেলে না হ'বে তবে তোকে বাবা বলছে কেন ?

কুণাল। তাইতো বলতে যাচ্ছি—বলতে দিচ্ছ কই ? ও আমার এক বন্ধুর ছেলে। কিছুদিন হল ওর মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গ্যাছে। থেকে থেকে স্মরণ শক্তিটা কেমন গুলিয়ে যায়। কিছুদিনের জন্য অনেক কথা হয়তো মনেই থাকে না। বাবা, মাকেও ভুলে যায়। এমন কি পছন্দ মত কাউকে বাবা মা ডেকে বসে। আবার স্মরণ শক্তি ফিরে এলে সব ঠিক হয়ে যায়।

শিব। বেশ, তাই যদি হয় তো সেই বন্ধুকে এনে প্রমাণ করো।

কুণাল। করবই তো! কাল ওর বাবা বলেছে আসবে একদিন।

শিব। একদিন নয় আজই নিয়ে এসো।

কুণাল। আজ সন্ধ্যায় ওদের বাড়ীতে একটা ফাংকসান আছে। আচ্ছা, কাল কি পরশু নিয়ে আসব।

শিব। আচ্ছা - তাই এনো।

[কুণাল চলে গেল।]

দেখে শুনেতো মাথা খারাপ বলে মনে হয় না। কি জানি—হবে হয়ত।

[শিবনাথ চিন্তিত মনে চলে গেলেন।]

অষ্টম দৃশ্য

কুণালের ড্রইং রুম

[কুণাল কোচে বসে একটা মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে আর টমেটো ঠিক পাশেই মেঝেতে একটা কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলছে ।]

টমেটো । এই হ্যাট্—হ্যাট্—

কুণাল । আঃ—আবার হল্লা করছিস্ । বল্লাম যে লোক আসবে । এ ঘর থেকে এখন যা ।

টমেটো । যেতে বলছি ঘোড়াটাকে দেখছো না ? ও যাচ্ছে না যে ।

কুণাল । ওকি আমি যে তোমার কথায় ঘুরে বসবে ! দয়া করে কান ধরে টেনে নিয়ে যাও ।

[টমেটো ঘোড়া নিয়ে চলে গেল ।]

কুণাল । (হাত ঘড়ি দেখে) প্রায় এগারটা বাজে—আসবে তো ? ওঃ—এত জোর দিয়ে বাবা মাকে বলে রেখেছি, না এলে একেবারে বেকুব বনব ! এই যে ঘোষ এসেছিস্ ! আয় বোস্ ।

[রমেন ঘোষ মনে বেশ ভয় ও সংকোচের ভাব নিয়ে ঢুকল]

রমেন । আমি তো এখন তোর দলে হয়ে গেলাম । কিন্তু এখন বল্ 'মা'টিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ ?

কুণাল । (হতাশভাবে) এ সব কথা শুনলে আর আমার রাগও হয় না । সত্য যেটা লোকে সেটা একদিন জানতে পারবেই । শোন্ ঘোষ, যা যা শিখিয়ে দিয়েছি সব মনে আছে তো ? যদি সাক্সেসফুল হতে পারিস্ পেট পুরে খাওয়াব ।

রমেন । আরে সে সব তোকে ভাবতে হবে না । এখন কি খাওয়াচ্ছিস্ তাই বল্ ?

কুণাল। সে পরে ঠিক করা যাবে। আচ্ছা, তা'হলে আমি বাবাকে খবর দিই।

রমেন। কিন্তু এখনই ?

কুণাল। তা'তে কি হয়েছে ?

রমেন। না—মানে—আমি বলছিলাম কি—অভিনয় করতে হবে, একটা atmosphere create করতে হবে না ?

কুণাল। অ—তা একটু রিহার্সেল দিয়ে নে না। ভয় নেই আমি না ডাকা পর্যন্ত বাবা এ ঘরে আসবেন না।

রমেন। না, না, ভয় কি—ভয় কিসের ?

কুণাল। তা সুরু করে দে।

রমেন। তা তো করে দেবোই। সেজন্য তুই ভাবিস্ না। মানে—আমি বলছিলাম কি—ঠিক চালিয়ে নিতে পারবো তো ?

কুণাল। সে কথাটি আগে বল্লেই তো হতো। তাহলে তোকে আর এতদূর কষ্ট করে আসতে হতো না আর আমিও এমন বেকুব বনতাম না।

রমেন। আগে কি আর জানতাম যে বুকের ভেতরটা এমন ধড়াস্ ধড়াস্ সুরু করে দেবে ? তাই বলছিলাম—সব গুলিয়ে যাবে না তো ?

াল। আমি কি জানি। যেরকম ভাবে গুলে খেয়েছ তা'তে গুলিয়ে ফেলাই সম্ভব। যত সব অপদার্থ! কাওয়ার্ড! এখন আমি কি করি বল তো ?

রমেন। তা অত রাগারাগি কচ্ছিস্ কেন ? আমি যে আরো নার্ভাস্ হয়ে পড়ব। করবি আবার কি—এসেছি যখন—

কুণাল। বা—বা—বা, এসেছি যখন তখন আর কি—'যা তা একটা ফার্স করে সরে পড়ি।' তুই তো সরে পড়েই খালাস।

এদিকে সমস্ত বিপদটা এসে পড়বে আমারই ঘাড়ে। ওসব চলবে না, বেশ steadily কথাবার্তা বলবি। মোটেই নার্ভাস হবি না। ভয় কি— খেয়ে তো আর ফেলবে না?

রমেন। না, না, খাবে কি, তোর বাবা তো আর বাঘ নয়?

কুণাল। তাহলে আমি যাচ্ছি।

[কুণাল চলে গেল।]

রমেন। কি বিপদেই পড়লাম এখন! কেন কথা দিয়েছিলাম মরতে! হে মধুসূদন! মুখ রক্ষা করো—কোনদিন তোমাকে ডাকিনি, আজ বিপদে পড়ে ডাকছি বলে মনে কিছু করো না। বিপদটা কেটে গেলেই আমি তোমার সব ব্যবস্থা করবো। যা লাগে—ওরে বাবা এসে গ্যাছে।

[শিবনাথ, কুণাল ও মনোরমা ঢুকল।]

কুণাল। আমার বন্ধু—রমেন ঘোষ।

রমেন। নমস্কার!

শিব। বোস, বোস।

[সবাই বস্‌ল। কুণাল গিয়ে দাঁড়াল শিবনাথের ঠিক পেছনে। রমেন চুপ করে আছে দেখে সে ইসারা করতে লাগল।]

রমেন। মানে—আমার ছেলেটা নিশ্চয়ই আপনাদের খুব বিরক্ত করেছে—যা দুষ্টু!

শিব। না, না, বিরক্ত আর কি। ছোট ছেলে—

মনো। কতদিন হোল এমন হয়েছে?

রমেন। কি হয়েছে?

মনো। টমেটোর কথা বলছি।

রমেন। ওঃ—টমেটোর কথা বলছিলেন? বলুন কি বলছিলেন?

মনো। বলছিলাম, ওর কতদিন যাবৎ স্মরণ শক্তির গোলমাল হয়েছে?

[রমেন জবাব দিতে ইতস্ততঃ করছে দেখে কুণাল ইসারা করল]

রমেন। তা, মানে—দশ—মানে—এই মানে—মাত্র দু'মাস আগে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে—না, না—মাথায় চোট পায়। তারপর থেকেই এরকম হয়ে গ্যাছে।

মনো। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) কি দুর্ভাগ্য!

রমেন। একমাত্র ছেলে—ও যখন আমাদের চিনতে পারে না— (শোকাবেগে রমেনের কণ্ঠস্বর ক্ষণিকের জন্য থেমে গেল।) ওকে ডাকুন না একবার, যদি চিনতে পারে?

কুণাল। ডাকলে কি আসবে? আমাকে গিয়ে নিয়ে আস্‌তে হবে। এখন ওর কাছে কেউই কেউ নয় আমিই সব। ঐ যে শ্রীমান্ এই দিকেই আস্‌ছে।

শিব। ডাক্তার দেখাওনি?

রমেন। ডাক্তার? হ্যাঁ—মানে—দেখিয়েছিলাম। কত ডাক্তার, সেকি একটা দুটো! কেউ কিছু করতে পারছে না। কত যত্নে রাখি তবু কখন যে অজ্ঞান হয়ে যায়।

শিব। অজ্ঞান হয়েও যায় নাকি?

রমেন। তাইতো যায়। (কুণালের ইসারায় নিজের ভুল বুঝতে পেরে।) না, না, মানে—সব কিছু ভুলে যায় আর কি!

মনো। টমেটো, একে চিনতে পারিস্?

[টমেটো না চেনার ভংগিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।]

রমেন। টমেটো, কাছে আয়! এই দেখুন চিনতে পাচ্ছে না।

শিব। অত ভেবো না। ছোট ছেলে—এখন থেকে চিকিৎসা করালে সেরে যাবে।

[চিঠি হাতে চাকর এসে ঢুকল]

চাকর। ইন্‌সিওরের চিঠি, দাদাবাবুর।

শিব। ইন্‌সিওরের চিঠি, দাদাবাবুর! কই দেখি।

[চিঠিটা পড়তে লাগল শিবনাথ। কুণাল কাছে এসে ঝুঁকে পড়ল। রমেন ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে ব্যস্ত হয়ে উঠল]

এটা সই করে দাও।

কুণাল। চিঠিটা—

শিব। আগে সইটা করে দাও।

মনো। কে টাকা পাঠাল? কার চিঠি?

শিব। বলছি। তোমার ছেলেকে লেখা মিলি রায়ের ঠিকানায়। সেখান থেকে ঠিকানা বদলে পাঠিয়েছে। তোমার ছেলে একটি ছোট ছেলেকে Children's Home-এ ভর্তি করেছিল। পিতার নাম– কুণাল সেন আর পুত্রের নাম—টমেটো সেন।

রমেন। আমি যাবো?

শিব। কোথায়?

রমেন। মানে—বাড়ী, আমার কাজ হয়ে গ্যাছে কি না!

শিব। কাজ হয়ে গ্যাছে! বেরো সাক্ষী বাটপাড়!

[রমেন দৌড়াতে গিয়ে কোঁচায় বেঁধে পড়ে গেল—পুনরায় উঠে দৌড়ে চলে গেল। বেগতিক দেখে কুণালও সরে পড়ার মতলব করছিল]

ওকি যাচ্ছো কোথায়? এবার কি ফন্দি করবে ভাবো।

কুণাল। এ ছেলে আমার নয়। লেক থেকে সংগ নিয়েছে। তারপর বিপদে পড়ে আমি অনেক কিছুই করেছি।

শিব। এরপরও কথা বলছো? লায়ার!

মনো। খুলেই বল না খোকা? আমরা তো আর ওকে ফেলে দেবো না।

কুণাল। না, না, না—ও ছেলে আমার নয়। এমন কি একে আমি চিনি না পর্যন্ত। কি করে যে এ সত্য প্রমাণ করি! দেখি, শেষ উপায় কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া।

শিব। বিজ্ঞাপন তোমাকে দিতে হবে না। আমিই দেবো। সাতদিনের ভেতর যদি কেউ খোঁজ নিতে না আসে তবে বুঝবো ও আমারই নাতি। আমার সব সম্পত্তি ওকেই দিয়ে যাবো। তুমি কানাকড়িও পাবে না।

কুণাল। দেখুন বিজ্ঞাপন দিয়ে। যদি কেউ না আসে তো ছেলেটার ভাগ্য ভাল।

[কুণাল চলে গেল]

শিব। ওকে বলে দিও, যে দিন থেকে বিজ্ঞাপন বেরুবে সেদিন থেকে সাতদিন সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত বাড়ী থাকতে। জানি কেউ আসবে না।

মনো। বলবো। ছেলেটাকে ছাড়তে হবে ভাবতেও মনটা কেমন করে ওঠে।



নবম দৃশ্য

শিবনাথবাবুর ড্রইং রুম

[বেলা প্রায় ১১টা, শিবনাথবাবু দৈনিক সংবাদপত্রখানায় ওপর দ্বিতীয় বার চোখ বুলাচ্ছিলেন। কাঠের ঘোড়াটাকে কাঁধে নিয়ে এলো টমেটো, পেছন পেছন ঢুকলো মনোরমা। হাতে তাঁর একটা কাচের ডিস ও তাতে কিছু ভাত ও কয়েক টুকরো মাংস]

মনো। আচ্ছা, ভাত আর নাই খেলি, এই মাংসের টুক্‌রোটা খেয়ে নে।

টমেটো। বলছি আর খাবো না।

মনো। উঃ—এই ছেলেকে খাওয়ান যে কি! সারা বাড়ী পেছন পেছন ছুটে বেড়াতে হয়। নে—লক্ষ্মীটি, এটুকু খেয়ে নে।

শিব। থাক্ না। অতো করে খাওয়ানর দরকার কি? বলি মায়া আর বাড়িও না। কার ছেলে কোথায় চলে যাবে, তারপর কেঁদে ভাসাবে। কাণ্ডজ্ঞান থাকলে ত কথা শুনবে?

মনো। কাণ্ডজ্ঞান শুধু আমারই নেই, না? আচ্ছা, দাঁড়াও আনছি।

[মনোরমা চলে গেল।]

শিব। ঠাকু'মা খেতে বলছেন খাচ্ছিস্ না কেন?

টমেটো। অতগুলো খেয়ে পেট ভরে গ্যাছে যে।

[কতগুলো রংচং-এ বই নিয়ে মনোরমা ঢুকলো।]

মনো। টুক্‌টুকে একজোড়া জুতোও দেখলাম ডেস্কে। মায়া শুধু আমিই বাড়াচ্ছি? কাণ্ডজ্ঞানীর এ কাণ্ডগুলো কি?

শিব। (আমতা আমতা করে) ওতে আর মায়া বাড়ানোর কি আছে? লেখাপড়া করতে তো হবেই, যেখানেই যাক সংগে নিয়ে যাবে।

মনো। বাঁচতে তো হবেই, যেখানেই যাক্ খেয়ে-দেয়ে একটু ভাল শরীর নিয়েই যাক্।

শিব। বাঃ—কি কথাই বল্লেন? মাথা নেই মুণ্ডু নেই, কথা একটা বল্লেই হল?

টমেটো। ঠাক্মা, ঠাক্মা, সরে যাও সামনে থেকে—ঘোড়া আস্‌ছে।

মনো। ঠাক্মা, ঠাক্মা বলে মায়া আর বাড়াস্‌নে?

[মনোরমা চলে গেল।]

টমেটো। দাদু! একটু ঠেলে দাও না।

শিব। দিচ্ছিরে দাদু, দিচ্ছি। (কাগজ রেখে উঠে এলেন) দু'দিন তো পার হয়ে গেল। আজকের সন্ধ্যাটা কাটলে বাঁচা যায়!

টমেটো। কই দাদু! ঠেলো না?

শিব। ঠেল্‌ছিরে ঠেল্‌ছি। আজকের সন্ধ্যাটা যদি টিকে যাস্‌তো কালই তোকে তাজা ঘোড়া কিনে দেব। দেখিস্ তখন আর ঠেলতে হবে না।

[বেয়ারা এলো]

বেয়ারা। কে এক দিদিমণি দেখা করতে এসেছেন।

শিব। দিদিমণি?

বেয়ারা। হ্যাঁ।

শিব। আচ্ছা, নিয়ে আয়। টমেটো, তুমি ভেতরে যাও।

[বেয়ারা ও টমেটো চলে গেল। দু' এক মিনিট পরে এল মিলি]

ওঃ—মিলি। নতুন বেয়ারাটা তোমায় চেনে না—এসে বলছে কে এক দিদিমণি। আমি ভাবলাম বিজ্ঞাপন দেখে কেউ হয়ত টমেটোর খোঁজ নিতে এসেছে। বোস, বোস।

মিলি। আমি কিন্তু আপনার বিজ্ঞাপন দেখেই এসেছি।

[বলতে বলতে মিলি কেঁদে বসল।]

শিব। বিজ্ঞাপন দেখে? কেন? এই বিজ্ঞাপনের সংগে তোমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

মিলি। আমি টমেটোকে নিতে এসেছি। ও আমার—

শিব। (রেগে) তোমার কোন কথাই আমি শুনতে চাই না। এই দু'দিন ধরে কেউ আসেনি দেখে নিশ্চয়ই কুণাল কোন নতুন মতলব এঁটে তোমাকে পাঠিয়েছে। শোন মিলি, তোমরা সব এক দলের। আমি বুঝেছি। তুমি বাড়ী যাও। আর তোমার কোন কথাই আমি শুনবো না।

মিলি। আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন বুঝতে পাচ্ছি না? কুণালের সংগে কোন যোগাযোগ করে আমি এখানে আসিনি। আমি টমেটোকে নিতে এসেছি। কারণ— কারণ টমেটো আমার ছেলে।

শিব। হুঁ ছেলে! টমেটো তোমার ছেলে! যা তা একটা বললেই হল? হাউ ভালগার! উঃ—তোমাদের মুখে কি কিছুই আটকায় না? দাঁড়াও কাল সকালেই তোমার বাবাকে টেলিগ্রাম করছি। ছেলে! ছেলে! ছেলে! ছেলে তার প্রমাণ কি?

মিলি। প্রমাণ নিশ্চয়ই দেব। টমেটোকে ডাকুন।

শিব। টমেটো, টমেটো—

[ডাক শুনে টমেটো এসে ঢুকলো]

টমেটো। (মিলিকে দেখে) মা! মা এসেছে দাদু।

শিব। কি বললি, মা!

টমেটো। হ্যাঁ। ঐতো আমার 'মা' হয়। তুমি জান না বুঝি? বাবা জানে।

শিব। এ্যাঁ—মা! তাইতো! চিলড্রেন্স হোমের চিঠিটাতো ওর ঠিকানা থেকেই ঘুরে এসেছিল?

মিলি। আশা করি এরপর টমেটোকে আমার সংগে দিতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

শিব। পারে। তোমাকে ও যেমন 'মা' ডাক্‌ছে আর একজনকেও তেমনি বাবা ডাক্‌ছে কি না? তাই তার অধিকারটাও খতিয়ে দেখা দরকার। বেয়ারা! বেয়ারা!

[ডাক শুনে বেয়ারা এলো।]

খোকাবাবুকে ডাক—বল টমেটোর খোঁজে লোক এসেছে।

[বেয়ারা চলে গেল। দু' এক মিনিট পরেই এল কুণাল]

কুণাল। একি? মিলি তুমি এখানে? আমাকে যে বল্লে টমেটোর খোঁজে লোক এসেছে?

শিব। ঠিকই বলেছে। মিলি টমেটোকে নিতে এসেছে।

কুণাল। তুমি এসেছ টমেটোকে নিতে? ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না?

শিব। বেশী বুঝে দরকার নেই। মিলি টমেটোর মা—তাই ওকে নিতে এসেছে।

কুণাল। মিলি বল্‌ছে ও টমেটোর মা!

শিব। শুধু বল্‌ছেই না প্রমাণও আমি পেয়েছি। সুরুতে ভেবেছিলাম এও তোমার সাজানো নষ্টামি। কিন্তু ঘরে ঢুকেই টমেটো যে ভাবে 'মা' বলে ডেকে উঠল, তারপর আর কোন প্রশ্নই চল্‌তে পারে না।

কুণাল। (সমস্ত বুঝতে পেরে) ওঃ—টমেটো ওকে 'মা' বলছে। তা সত্য প্রমাণও যখন হয়ে গ্যাছে আর মিলিও যখন ওকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে তখন আমাদের দিক থেকে আট্‌কে রাখাটা কি ঠিক হবে ?

মিলি। উঃ—তুমি একটি মানুষ বটে! ভাবলে ছেলেটাকে ঝেড়ে ফেলার মস্ত একটা সুযোগ যখন পাওয়াই গেল তখন আর ছাড়ি কেন ?

কুণাল। আরে না, না, ঠিক তা নয়। আচ্ছা পরে তোমার সংগে দেখা করবো।

শিব। না, আর দেখা করে কাজ নেই। সব বুঝ্‌তে পেরেছি আমি। এ কেলেংকারী আর একটি দিনও চলতে দেওয়া যেতে পারে না। যত সব হতভাগার দল! আমি কালই তোমাদের বিয়ে দিয়ে দেব।

[শিবনাথ চলে গেল।]

মিলি। ফুঃ—বিয়ে! অসম্ভব!

[ছিট্‌কে খানিকটা দূরে সরে গেল মিলি।]

কুণাল। তা হতেই পারে না।

[কুণালও ঘুরে দাঁড়াল উল্টোদিকে]

মিলি। বল্লাম, তোমার মত একটা লোককে বিয়ে করা উচিত নয় বলে।

কুণাল। (মিলির কাছে এগিয়ে এসে।) Listen! Listen! Milly! ভুলে যেওনা তুমি কুণাল সেনের সংগে কথা বলছ। যাকে পেলে আজও সহরের কত মেয়ে—

মিলি। তুমিও ভুলে যেও না, তুমি মিলি রায়ের সংগে কথা বলছ। যার দরজায় একেন কুণাল সেনও দিনের পর দিন ধর্ণা দিয়েছে।

কুণাল। আমি তা ভুলিনি। সত্যি আমি তা ভুলিনি মিলি! ভুলেছি? (বিহ্বল চাপাকণ্ঠে)

মিলি। না।

কুণাল। এরপর থেকে আর কখনো আমার উপর মেজাজ তুমি করবে না।

[কুণাল মিলির খোঁপাটা আলতোভাবে নেড়ে দিল।]

মিলি। তোমাকেও ঠিক ঐ কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

টমেটো। দাদু! দাদু! শীগ্‌গির এসো।

[শিবনাথ ব্যস্তভাবে ঢুকলো।]

শিব। কি হোলরে? অত চেচাচ্ছিস্ কেন?

টমেটো। বাবা না মা'র চুলের মুঠি ধরে এমনি করে টান্‌ছিল।

[সলজ্জভাবে কুণাল ও মিলি সরে দাঁড়াল।]

শিব। টমেটো, তুই এদিকে চলে আয়।

[শিবনাথ চলে গেল।]

টমেটো। বাবা, আমি যাবো?

মিলি। নারে যেতে হবে না তোকে।

কুণাল। কিন্তু ওর সত্যিকারের পরিচয়টা তো তোমার জানা দরকার?

মিলি। (কুণালের মুখ চেপে ধরে) না কোন দরকার নেই। ওরই জন্যে আজ আমি তোমাকে পেলাম। ওর আজ একমাত্র পরিচয়—ও আমাদের ছেলে। আয় টমেটো। (টমেটোকে কাছে টেনে নিল।)

সর্বনেশে কপালের চাষ চলছে সর্বত্র। ভাগ্যের সংগে যোগেনের পাল্টা পরিহাসটা জুতসই কাজে লেগে গেল। নাইবা যদি লাগতো, ছেলেটা অধিকাংশের একটুকরো অংশ হয়েই থাকতো মাত্র—এ নাটকের সূচনা হোত না।

যবনিকা